সুন্নাতের আলোকে মুমিনের জীবন-২

মুনাজাত ও নামায

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

মুনাজাত ও নামায

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রাপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ইশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫ ঈসায়ী (ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা)
তৃতীয় সংস্করণ: **মে ২০০৯ ঈসায়ী**

হাদিয়া
৩৪ (চৌত্রিশ) টাকা মাত্র।

"Munajat O Namaz" written by Dr. Abdullah Jahangir and published by Usama Khandaker, As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. December 2007.

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুরফুরার পীর আমীরুল ইত্তিহাদ মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের

বাণী

নাহ্মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম, আম্মাবা'দ

আমার স্নেহাস্পদ জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর নামাযের মধ্যে ও নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল দু'আ ও মুনাজাত পালন করেছেন এবং করতে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলির আলোচনায় একটি পুস্তিকা রচনা করেছে। দু'আ ও মুনাজাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতকে জীবিত করায় পুস্তিকাটি বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

মুনাজাতের গুরুত্ব আমরা কমবেশি জানি। তবে এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আচরিত ও শেখানো মুনাজাতগুলি সম্পর্কে আমাদের দেশের অধিকাংশ দ্বীনদার মুসলিম অবগত নন। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ধার্মিক মুসলিম ও আলিম এ বিষয়ে আগ্রহীও নন। বিষয়টি দুঃখজনক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কর্তৃক শেখানো মুনাজাতগুলি পালনের মধ্যে রয়েছে অসাধারণ সাওয়াব, মর্যাদা, বরকত ও কবুলিয়্যত। এ ব্যাপারে সকলেরই আগ্রহী হওয়া দরকার।

এই পুস্তিকাটিতে নামাযের মধ্যে ও নামাযের পরে পালনীয় প্রায় অর্ধ শত মাসনূন মুনাজাত সহীহ হাদীসের আলোকে সংকলন করা হয়েছে। আশা করি আমার সকল মুহিব্বীন, মুবাল্লিগীন এবং সর্বস্তরের সকল আলিম ও দ্বীনদার মুসলিম বইটি পাঠ করবেন এবং এ সকল মাসনূন মুনাজাত অর্থসহ মুখস্থ করে মাসনূন আদব ও পদ্ধতিতে আদায় করবেন।

আল্লাহ তাবারাকা ও তায়ালা লেখকের এই প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং এই বইকে তাঁর ও আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

আহ্কারুল ইবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দীকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

সূচীপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، وآله وصحبه أجمعين.

মুমিনের জীবনের অন্যতম ইবাদত দু'আ বা মুনাজাত। আমরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে মুনাজাত করি। মুনাজাতের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে:

প্রথমত, 'দু'আ-মুনাজাত' একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অন্য কোনো দলিল দ্বারা নিষিদ্ধ নয় এমন যে কোনো ভাষায়, যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো অবস্থায় মুমিন আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে পারেন। এতে দু'আর মূল ইবাদত পালিত হবে এবং বান্দা সাওয়াব ও পুরস্কারের আশা করবেন।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো কথা দ্বারা মুনাজাত করলে মুমিন মাসনূন বাক্য ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব লাভ করবেন। এ ছাড়া মাসনূন বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে মুমিন অতিরিক্ত বরকত ও মহব্বত লাভ করবেন এবং দোয়া কবুল হওয়ার বেশি আশা করতে পারবেন।

তৃতীয়ত, মাসনূন মুনাজাতগুলির বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। কিছু মুনাজাত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিক্ষা দিয়েছেন বা পালন করেছেন নির্ধারিত সময়ে বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে। আবার কিছু মুনাজাত তিনি সাধারণভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। মুমিন যে কোনো মাসনূন মুনাজাত যে কোনো সময়ে আদায় করতে পারেন। এতে মাসনূন মুনাজাত ব্যবহারের সাওয়াব ও বরকত লাভ করবেন। আর নির্ধারিত সময়ের নির্ধরিত মুনাজাত ব্যবহার করলে অতিরিক্ত সুন্নাত পালনের মর্যাদা লাভ করবেন।

চতুর্থত, মুনাজাতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ করতে পারলে মুমিন মাসনূন পদ্ধতি পালনের অতিরিক্ত সাওয়াব, বরকত ও কবুলিয়্যাত লাভ করবেন।

পঞ্চমত, দু'আ-মুনাজাত করার বিশেষ বিশেষ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলির অন্যতম হলো নামায। তিনি নামাযের মধ্যে ও পরে বিশেষভাবে দু'আ-মুনাজাত করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাতে বা অন্যান্য সময়ে দু'আ-মুনাজাত করার সুযোগ অনেকেরই হয় না। পক্ষান্তরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমরা সকলেই আদায় করি। এ সময়ের মাসনূন মুনাজাতগুলি আদায় করা আমাদের জন্য সহজ এবং এভাবে আমরা বিশেষ সাওয়াব, ফযীলত ও কবুলিয়্যত লাভ করতে পারব, ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পর্যায়ের সুন্নাত পালনের লক্ষ্যেই এই পুস্তিকাটি রচনা। এতে মুনাজাতের সাধারণ ফযীলত ও আদব আলোচনা করার পরে নামায কেন্দ্রিক মাসনূন মুনাজাত ও আদব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শুধু সহীহ বা হাসান হাদীসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। কোনো যয়ীফ সনদের হাদীস প্রসংঙ্গত উল্লেখ করলে তার দুর্বলতার কথাও উল্লেখ করেছি। টীকায় উল্লিখিত গ্রন্থাদি থেকে বিস্তারিত তথ্যাদি জানা যাবে।

এই পুস্তিকায় ৪৭টি মাসনূন মুনাজাত উল্লেখ করেছি। এগুলির মধ্যে কিছু মুনাজাতের নির্ধারিত সময় বা স্থানও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোনো কোনো মুনাজাত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাধারণভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যেগুলিকে আমরা সকল স্থানে ও সময়ে ব্যবহার করতে পারি।

যে কোনো মাসনূন মুনাজাত যে কোনো সময়ে পালন করা যেতে পারে। নামাযের পরে পালনের জন্য শেখানো মুনাজাত সাজদার মধ্যে, কুনুতে বা সালামের আগে বলা যাবে, কুনুতের মধ্যে পালনের জন্য শেখানো দু'আ সাজদায়, সালামের আগে বা সালামের পরে বলা যাবে। তবে এ সকল মুনাজাতের ক্ষেত্রে যে সময় বা স্থান হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে পারলে আরো ভালো। এতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হুবহু অনুকরণের অতিরিক্ত সাওয়াব ও ফযীলত অর্জিত হবে। এছাড়া নামাযের বাইরে সকল সময়ে, স্থানে ও অবস্থায় মুমিন সর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন এবং সকল দু'আ-মুনাজাতের ক্ষেত্রেই এ সকল মাসনূন বাক্য ব্যবহারের চেষ্টা করবেন।

আমি চেষ্টা করেছি, সাধারণ পাঠকের জন্য মুখস্থ করা সহজ এরূপ অপেক্ষাকৃত ছোট মুনাজাতগুলি উল্লেখ করতে। পাঠক এগুলিকে অর্থসহ মুখস্থ করবেন। আগ্রহ ও আবেগ থাকলে এগুলি মুখস্থ করা খুবই সহজ। মুখস্থ করা সম্ভব না হলে বা মুখস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নামাযের পরে ও অন্যান্য সময়ে এগুলি দেখে দেখে পাঠ করা যেতে পারে। এতেও মুমিন মাসনূন বাক্য দিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করার সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করবেন বলে আশা করা যায়।

মুনাজাতের বাক্য যেমন সুন্নাত সম্মত হওয়া উত্তম, তেমনি মুনাজাত আদায়ের পদ্ধতিও সুন্নাত সম্মত হওয়া উত্তম। এজন্য মুনাজাত আদায়ের মাসনূন পদ্ধতিও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠক যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হুবহু অনুকরণের বরকত ও মর্যাদা অর্জন করতে পারেন।

আগ্রহী পাঠক যেন মাসনূন মুনাজাতগুলি বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সেগুলিতে হরকত প্রদান করা হয়েছে। সাকিনের জন্য ছোট্ট শুন্য চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি পাঠক এদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

সুন্নাতে নববীর হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণে আগ্রহী অনেকেই বইটি রচনায় উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমাম জনাব আ. স. ম. শুআইব আহমাদ, স্নেহাস্পদ ছাত্র আরিফ বিল্লাহ প্রমুখ। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

মহিমায় আল্লাহ দয়া করে এই নগণ্য কর্মের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দিন এবং একে কবুল করুন। লেখককে এবং সকল পাঠক-পাঠিকাকে সুন্নাতে নববীর প্রকৃত অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

মুনাজাত ও নামায

১. মুনাজাত ও দু'আ

দু'আ বলতে আমরা সাধারণভাবে বাংলায় প্রার্থনা করা বুঝি। এই অর্থে আরবীতে দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয় : (১). سؤال অর্থাৎ চাওয়া বা যাচ্ঞা করা (ask, pray, beg) ও (২). دعاء অর্থাৎ আহ্বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (call, pray, invoke)। এছাড়া আরেকটি শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়,তা হলো : مناجاة 'মুনাজাত' বা চুপেচুপে কথা বলা (whisper to each other, carry on a whispered conversation, converse intimately)।

আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, যিক্র ও প্রার্থনাকেই 'মুনাজাত' বলা হয়। অনেক সময় আমরা মুখে দু'আ পাঠকে দু'আ মনে করি এবং হাত তুলে দু'আ পাঠকে মুনাজাত মনে করি। এগুলি সবই আমাদের মনের ধারণা মাত্র। হাদীসের আলোকে এবং আরবী ভাষার সকল প্রকারের দু'আ ও যিক্রই মুনাজাত। আমরা এই পুস্তিকায় সকল প্রকারের দু'আর জন্যই মুনাজাত শব্দটি ব্যবহার করব।

২. মুনাজাত বনাম নামায

আরবী 'সালাত'-কে ফার্সী ভাষায় 'নামায' বলা হয়। সালাত বা নামায মুমিনের জীবনের অন্যতম ইবাদত ও ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। অপরদিকে দু'আ ও মুনাজাত বান্দার সাথে আল্লাহর মূল সম্পর্ক। যত গোনাহ ও অবাধ্যতাই করি না কেন, আমরা সকলেই আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার সদা প্রত্যাশী এবং সর্বদাই তাঁর কাছে আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক অভাব ও প্রয়োজন জানাতে আগ্রহী। সালাত বা নামাযই হলো দু'আ-মুনাজাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ও সময়। সালাত অর্থই দু'আ। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, সালাতের মধ্যে ও পরে তিনি বিশেষভাবে দু'আ করেছেন, দু'আ করতে উৎসাহ ও শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ সময়ের দু'আ কবুল হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। অন্য সময়ে না হলেও, অন্তত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে ও পরে যদি আমরা সুন্নাতের নির্দেশানুসারে দু'আ-মুনাজাত আদায় করতে পারি তবে আমরা অগণিত সাওয়াব ও ফযীলতের সাথে সাথে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল অভাব ও প্রয়োজন মেটানোর সঠিক পথ পেয়ে যাব।

হাদীস শরীফে পুরো নামাযকেই মুনাজাত বলা হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

"যখন কেউ নামাযে থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাতে' (গোপন কথাবার্তায়) রত থাকে।"[১]

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন:

إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ إِنَّمَا يَقُوْمُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيْهِ [فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيْهِ بِهِ]

"যখন কেউ নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে বা গোপন আলাপে রত থাকে; কাজেই তার ভেবে দেখা উচিত কিভাবে এবং কী বলে সে তাঁর সাথে মুনাজাত বা আলাপ করছে।"[২]

অর্থাৎ, ভেবেচিন্তে বুঝে শুনে নামাযের সব কিছু পাঠ করতে হবে। না বুঝে, আন্দাযে বা অমনোযোগিতার সাথে নয়।

৩. দু'আ-মুনাজাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

কুরআন-হাদীসে দু'আ ও মুনাজাতের জন্য বিশেষ ফযীলত, মর্যাদা ও নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করছি।

(১). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي

"আমি আমার বান্দার ধারণার নিকট থাকি। আমার বান্দা যখন আমাকে ডাকে ও আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার সাথে থাকি।"[৩]

(২). নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী (ﷺ) বলেছেন :

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"দু'আ বা প্রার্থনাই হলো ইবাদত।"[৪]

(৩). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ

"আল্লাহর কাছে দু'আর চেয়ে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই।"[৫]

(৪). উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

"যমিনের বুকে যে কোনো মুমিন আল্লাহর কাছে কোনো দু'আ করলে - যে দু'আয় কোনো পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কিছু চায় না - আল্লাহ তাঁর দোয় কবুল করবেনই। তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেন। অথবা তৎপরিমাণ তাঁর কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন।"[৬]

(৫). হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ

"যে কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে মুখ তুলে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাঁকে তা দিবেনই। তাঁকে তা সঙ্গে সঙ্গে দিবেন অথবা আখিরাতের জন্য তা জমা রাখবেন।"[৭]

(৬). আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, (ﷺ) বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ

"যখনই কোনো মুসলিম পাপ ও আত্মীয়তা নষ্ট করা ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তখনই আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করে তাঁকে তিনটি বিষয়ের একটি দান করেন : হয় তাঁর প্রার্থিত বস্তুই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করেন, অথবা তাঁর প্রার্থনাকে (প্রার্থনার সাওয়াব) তাঁর আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা দু'আর পরিমাণে তাঁর অন্য কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন।" একথা শুনে সাহাবীগণ বলেন : তাহলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করব। তিনি উত্তরে বলেন : আল্লাহ তা'আলা আরো বেশি (প্রার্থনা পূরণ করবেন)।[৮]

কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যখন বান্দা দু'আর বিনিময়ে সঞ্চিত সাওয়াবের পরিমাণ ও মর্যাদা দেখবে তখন কামনা করবে যে, যদি আল্লাহ তাঁর কোনো প্রার্থনাই দুনিয়াতে না দিয়ে সব প্রার্থনাই আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন তাহলে কতই না ভালো হতো![৯]

(৭). হযরত সালমান ফারিসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ

"নিশ্চয় আল্লাহ লাজুক দয়াবান। যখন কোনো মানুষ তাঁর দিকে দু'খানা হাত উঠায় তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"[১০]

(৮). হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلا الدُّعَاءُ وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلا الْبِرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا (بذنب يصيبه)

"দু'আ ছাড়া আর কিছুই তকদীর উল্টাতে পারে না। মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় মানুষ গোনাহ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।"[১১]

(৯). হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لاَ يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ وَإِنَّ الْبَلاَءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"সাবধানতার দ্বারা তকদীর বা ভাগ্য পরিবর্তিত হয় না। যে বিপদ বা মুসিবত নাযিল হয়ে গিয়েছে এবং যা এখনো নাযিল হয়নি (ভবিষ্যতের ভাগ্যে আছে কিন্তু এখনো বাস্তবে আসেনি) এরূপ সকল বিপদ কাটাতে প্রার্থনা উপকারী। আসমান থেকে বালা-মুসিবত নাযিল হওয়ার অবস্থায় প্রার্থনা তাকে বাঁধা দেয় এবং তারা উভয়ে কেয়ামত পর্যন্ত ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। (কোনো অবস্থাতেই দু'আ বিপদকে নিচে নেমে আসতে দেয় না)"।[১২]

(১০). আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ

"সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি যে দু'আ করতেও অক্ষম। আর সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি যে সালাম দিতেও কৃপণতা করে।"[১৩]

(১১). হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিছু বিপদগ্রস্থ মানুষের নিকট দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি বলেন :

أَمَا كَانَ هَؤُلاَءِ يَسْأَلُوْنَ اللهَ الْعَافِيَةَ

"এরা কি আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করত না?"[১৪]

(১২) জাগতিক ও ধর্মীয় সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন:

لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ

"তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও চাইবে।"[১৫]

(১৩) বিপদ-কষ্টের কথা আমরা মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা করি বা মনের কষ্ট লাঘব করতে চাই। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের অভ্যাস হলো তার সকল কষ্ট ও যাতনার কথা তাঁর মালিকের কাছে পেশ করা। একমাত্র তিনিই তো তা দূর করতে পারেন। শতবার ফিরিয়ে দিলেও একমাত্র তাঁর দরজাই মুমিনের আশ্রয়। ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ

"যদি কোনো ব্যক্তি বিপদ বা অভাবে পতিত হয়ে তার বিপদের কথা মানুষের কাছে পেশ করে বা মানুষকে বলে তবে তার অভাব মিটবে না। আর যদি সে তার বিপদ বা অভাব আল্লাহর নিকট পেশ করে তবে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী রিযিক প্রদান করবেন।"[১৬]

(১৫) অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

اَلدُّعَاءُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

"দু'আ হচ্ছে মু'মিনের অস্ত্র, দ্বীনের স্তম্ভ ও আসমান ও যমিনের নূর।" [১৭]

এ সকল হাদীস থেকে আমরা দু'আর গুরুত্ব বুঝতে পারি। মুমিন যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো ভাবে মুনাজাত করতে পারেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো বাক্য দিয়ে এবং তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মাসনূন বাক্যে ও মাসনূন পদ্ধতিতে মুনাজাত করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৪. মুনাজাত বনাম মাসনূন মুনাজাত

৪. ১. সুন্নাত বনাম জায়েয ও ফযীলত

'মাসনূন' অর্থ 'সুন্নাত সম্মত' বা 'সুন্নাত অনুসারে'। সুন্নাত-এর পরিচয় ও পর্যায় সম্পর্কে 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুন্নাত বলতে আমরা সাধারণত ফরয ও ওয়াজিবের পরের পর্যায়ের নেক আমল বুঝি। তবে হাদীসের পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল পর্যায়ের কর্ম ও বর্জনই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন ততটুকু করাই সুন্নাত। তিনি যে কর্ম যেভাবে বর্জন করেছেন সেভাবে তা বর্জন করাই তার সুন্নাত। কর্মে, বর্জনে, পদ্ধতিতে বা প্রকৃতিতে তাঁর রীতির বাইরে কর্ম করা 'খেলাফে সুন্নাত'। আর 'খেলাফে সুন্নাত' কর্ম বা পদ্ধতিকে দীনের অংশ মনে করা, সাওয়াবের কাজ মনে করা বা নিয়মিত রীতিতে পরিণত করা বিদ'আত।

এখানে একটি উদাহরণ দেখুন:

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফজরের নামাযের আগে সর্বদা দুই রাক'আত 'সুন্নাত' নামায আদায় করতেন। ছোট-বড় যে কোনো সূরা দিয়ে আদায় করলেই 'দুই রাক'আত' সালাতের সুন্নাত আদায় হবে।

২. তিনি এই দুই রাক'আত সংক্ষেপে আদায় করতেন। সাধারণত তিনি সূরা ফাতিহার পরে প্রথম রাক'আতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন।[১৮] কেউ যদি অধিকাংশ সময় এ সকল সূরা পাঠ করেন তাহলে তিনি অতিরিক্ত একটি সুন্নাত পালনের সাওয়াব লাভ করবেন।

৩. সূরা ফাতিহা, কাফিরূন, ইখলাস ইত্যাদি মুসল্লী নিজের সুবিধামত পাঠ করতে পারেন। মূল শর্ত হলো তিলাওয়াত শুদ্ধ হতে হবে। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত হলো প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে টেনে টেনে পাঠ করা। যদি মুসল্লী এভাবে প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে সূরাগুলি পাঠ করেন তবে তিনি আরেকটি সুন্নাত পালনের সাওয়াব পাবেন।

৪. যদি কেউ এই দুই রাক'আত সালাত দীর্ঘ সূরা কিরাআত দিয়ে আদায় করেন তবে তা 'খেলাফে সুন্নাত' কর্ম বলে গণ্য হবে। তিনি যদি মাঝে মধ্যে, না জেনে অথবা মনের আবেগে এরূপ খেলাফে সুন্নাত ভাবে এই দুই রাক'আত আদায় করেন তবে তা খেলাফে সুন্নাত হলেও না-জায়েয হবে না।

৫. কেউ দাবি করতে পারেন যে, এই দুই রাক'আত নামায দীর্ঘ কিরাআতে আদায় করা উত্তম ও বেশি সাওয়াবের। তিনি এর পক্ষে অকাট্য দলিল পেশ করতে পারবেন। যেমন, কুরআনের প্রতি অক্ষর পাঠে ১০টি নেকি লাভ হয়। কাজেই যত বেশি কুরআন পাঠ করা যাবে তত বেশি সাওয়াব হবে। এছাড়া সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন যে,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ

"সর্বোত্তম সালাত যা দীর্ঘ সূরা-কিরা'আত দিয়ে আদায় করা হয় [১৯]।

এতেও প্রমাণিত হয় যে, ফযরের দুই রাক'আত সুন্নাত দীর্ঘ সূরা-কিরা'আত দিয়ে পাঠ করলে বেশি সাওয়াব এবং সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূন দিয়ে আদায় করলে কম সাওয়াব। এই ব্যক্তি বলতে পারবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অমুক অমুক ওযরের কারণে সর্বদা সংক্ষেপে তা আদায় করেছেন, কিন্তু আমাদের জন্য দীর্ঘ সূরা দিয়ে আদায় করাই উত্তম। এভাবে তিনি প্রমাণ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আজীবন 'কম সাওয়াবের' কাজ করেছেন (!!) এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণকারীও কম সাওয়াব লাভ করবেন (!!)

৬. এই ব্যক্তি সুন্নাত অপছন্দ করেছেন এবং বিদ'আতে নিপতিত হয়েছেন। এই বিভ্রান্তির কারণ হলো 'সাধারণ ফযীলতের দলিল' এবং 'ফযীলত পালনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত-এর মধ্যে পার্থক্য না বুঝা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যদি কোনো বিষয়ের ফযীলত বর্ণনা করেন তবে তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও যে ক্ষেত্রে তিনি নিজে এই ফযীলতের উপর আমল বর্জন করেছেন সেখানে তা বর্জন করতে হবে।

৭. এখানে পাঠকের মনে দুইটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে: **প্রথমত**, তিনি এই দুই রাক'আত সাধারণত সংক্ষেপে আদায় করতেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কখনো দীর্ঘ করেন নি এরূপ কথা তো কোনো হাদীসে বলা হয় নি। এমন তো হতে পারে যে, তিনি অনেক সময় বা কখনো কখনো দীর্ঘ করতেন, কিন্তু হাদীসে তা বার্ণিত হয় নি। কাজেই 'দীর্ঘ সূরা-কিরাআতের' ফযীলতের আলোকে এই দুই রাক'আত দীর্ঘ করতে অসুবিধা কী?

দ্বিতীয়ত, তিনি সংক্ষেপ করলেও, দীর্ঘ করতে তো নিষেধ করেন নি, তাহলে দীর্ঘ করতে অসুবিধা কোথায়?

৮. এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত জানার জন্য সম্মানিত পাঠককে "এহইয়াউস সুনান" গ্রন্থের প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায়ে সুন্নাতের পরিচয় ও প্রকারভেদ পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে সংক্ষেপে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, কোনো কাজ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) করেছেন বলে যদি কোনো হাদীসে উল্লেখ না থাকে তবে নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে তিনি কাজটি কখনো করেন নি। ইসলামের অধিকাংশ না-বোধক বা বর্জনীয় বিধান আমরা এভাবেই পেয়েছি। যেমন, তারাবীহ নামাযের জন্য আযান দেওয়া, প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করা, নামাযে দুইবার রুকু করা, দুই বারের বেশি সাজদা করা, নামাযের মধ্যে কুরআনের সূরা আগেপিছে করে পড়া ... ইত্যাদি। এগুলি খেলাফে সুন্নাত বা মাকরূহ বলে গণ্য করার একটিই মাত্র দলিল। তা হলে, কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এগুলি করেছেন। আর এ থেকেই আমরা নিশ্চিত হই যে, তিনি তা করেন নি। একথা কেউই কল্পনা করেন না যে, তিনি হয়ত করেছিলেন, কিন্তু সাহাবীগণ হয়ত বলেননি।

হাদীসের গ্রন্থাদিতে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে তাঁর জীবনের খাওয়া, পেশাব-পায়খানা, ঘুম, কথা, ইবাদত, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি বিষয়ের সামান্যতম অভ্যাস, সামান্যতম ঘটনা বা সামান্যতম কাজ বর্ণনা করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে যে কোনো মুসলিম বা অমুসলিম গবেষক নিশ্চিত হন যে, তাঁর জীবনের সামান্যতম কোনো কথা, কাজ, আচরণ, অভ্যাস, আকৃতি বা প্রকৃতিও তাঁরা না বলে থাকেননি। তাঁর জীবনের কিছুই অজানা নেই। এটাই তো বিশ্বনবীর শা'ন। যিনি সকল যুগের সকল মানুষের পথপ্রদর্শক ও একমাত্র আদর্শ তার সুন্নাত তো এভাবেই রক্ষিত হতে হবে। আল্লাহ তাই করবেন।

এমন কি হতে পারে যে, উম্মতের দুনিয়া বা আখিরাতের উন্নতি ও সফলতার জন্য সামান্যতম অবদান রাখতে পারে এমন কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে না জানিয়ে না শিখিয়ে চলে গিয়েছেন? এ কথা কল্পনা করলেও তাঁর নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনে সন্দেহ করা হয়। অথবা আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ নবীজীবনের কিছু জেনেও তা পালন করেননি এবং কাউকে শেখাননি। একথা কল্পনা করলে শুধু তাঁদেরকেই অবমাননা করা হবে না, বরং তাঁদের যিনি নিজ হাতে গড়লেন, যাঁদের তিনি এত প্রশংসা করলেন সেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কেও অপবাদ দেওয়া হয়।

আমরা কি কল্পনা করতে পারব যে, নামাযের মধ্যে হয়ত তিনি কোনো কোনো দিন হাত না বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু হাদীসে তা বর্ণিত হয়নি; কাজেই, আমরা আন্দাযের উপর মাঝে মাঝে বা সবসময় হাত না বেঁধে দাঁড়াব? অথবা তিনি মাঝে মাঝে ওযুর সময় পাঁচ বার করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করেছেন, কিন্তু সাহাবীগণ তা জানতেন না; কাজেই, আমরা মাঝে মাঝে বা সর্বদা পাঁচ বার করে ধৌত করব? আমরা কি কল্পনা করতে পারব যে, উম্মতের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কোনো সামন্যতম কাজ তিনি করেছেন অথচ সাহাবীদেরকে জানাননি বা সাহাবীগণ পরবর্তীদেরকে বলেননি? কখনই তা কেউ কল্পনা করতে পারে না।

৯. দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি, যে কাজ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) করেন নি এবং নিষেধও করেন নি সেই কাজটি জায়েয হতে পারে, কিন্তু তা কখনোই ইবাদত হতে পারে না, সুন্নাতের চেয়ে উত্তম হতে পারে না এবং সেই কাজকে রীতিতে পরিণত করা যায় না। যেমন, তাহাজ্জুদের নামায রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাধারণত একাকী আদায় করতেন। ২/৪ বার জামাতেও আদায় করেছেন। এজন্য তাহাজ্জুদ একাকী আদায় করাই সুন্নাত। জামাতে আদায় জায়েজ হতে পারে, কিন্তু তা উত্তম বা বেশি সাওয়াবের হতে পারে না।

সাধারণ ফযীলতের দলিল দিয়ে জামাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের পক্ষে অনেক কথা বলা যায়। যেমন: তাহাজ্জুদ অত্যন্ত ফযীলতের আমল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুই চার বার তাহাজ্জুদ জামাতে আদায় করেছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় মুস্তাহাব। তাহাজ্জুদ জামাতে আদায় করলে বেশি মনোযোগ ও আসর হয়। বর্তমানে আলসেমীর যুগে তাহাজ্জুদ একা আদায়ের চেয়ে জামাতে আদায় করা ভালো, কারণ এতে পরস্পরে ভালো কাজে সহযোগিতা করা হয়, যেজন্য অতিরিক্ত সাওয়াব রয়েছে। এছাড়া জামাতে যত বেশি মানুষ হবে তত বেশি সাওয়াব। সর্বোপরি তাহাজ্জুদের সময়ের দু'আ কবুল হয়। অনেক মানুষ একত্রে দু'আ করলে দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কাজেই একাকী তাহাজ্জুদ আদায়ের চেয়ে একাধিক মানুষ একত্রে জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় করলে সাওয়াব বেশি।

এ সকল 'অকাট্য দলীল' দিয়ে যদি কেউ একাকী তাহাজ্জুদের চেয়ে জামাতে তাহাজ্জুদকে বেশি সাওয়াবের বলেন বা সর্বদা জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় করেন, তবে তিনি সুন্নাত অপছন্দ কারী ও বিদ'আতী বলে গণ্য হবেন।

৯. এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, ইবাদতের সাওয়াব মূলত 'ইত্তিবায়ে রাসূল'-এর উপর নির্ভর করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুকরণ যত পূর্ণ হবে সাওয়াবও তত বেশি হবে। তাঁর অনুকরণের বাইরে যুক্তি, তর্ক বা 'সাধারণ ফযীলতের দলীল দিয়ে ইবাদত করলে তাতে তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ করা হবে।

৪. ২. মুনাজাতের মাসনূন পদ্ধতি

৪. ২. ১. সাধারণ কিছু নিয়ম ও আদব

দু'আ কবুল হওয়ার সুন্নাত সম্মত আদব ও নিয়মের মধ্যে রয়েছে:

হালাল ভক্ষণ করা ও হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকা। সৎকাজে আদেশ করা এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করা। সুন্নাতপন্থী ও সুন্নাত অনুসারী হওয়া। সদা সর্বদা বেশি বেশি দু'আ করা। শুধুমাত্র মঙ্গলময় বিষয়ই কামনা করা এবং বদদোয়া থেকে বিরত থাকা। দু'আ করে ফলাফলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া। আল্লাহ কবুল করবেন এই সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মনোযোগের সাথে দু'আ করা। নিজের জন্য নিজে দু'আ করা। অন্যের জন্য দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দোয় করা। অনুপস্থিত মুসলমানদের জন্য দু'আ করা। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাগতিক ও পারলৌকিক সকল বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাওয়া। অসহায় ও কাতর হৃদয়ে দু'আ করা। দু'আর আগে কিছু নেক আমল করা, বিশেষত কিছু যিকর, তাসবীহ, আল্লার প্রশংসা, দরূদ ইত্যাদি পাঠ করা। আল্লাহর মহান নাম ও ইসমে আ'যম দ্বারা দু'আ চাওয়া। দু'আর শুরুতে ও শেষে দরুদ পড়া। দু'আয় 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামক' বলা। একই সময়ে বারবার চাওয়া বা তিনবার দু'আ করা। দু'আর সময় শাহাদত আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করা। দু'আর সময় দৃষ্টি বিনীত ও নত রাখা। দু'আ কবুলের স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা। দু'আ কবুলের অবস্থাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা। দু'আর সময় হাত উঠানো। দু'আর শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মোছা। দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া। দু'আ কবুল হওয়ার সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা। এ বিষয়ক হাদীসগুলি 'রাহে বেলায়াত' পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নামাদের মধ্যে ও নামাযের পরে মুনাজাতের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট শেষের ৪টি আদবের বিষয় নিম্নে আলোচনা করছি:

৪. ২. ২. দু'আ-মুনাজাতের জন্য হাত উঠানো

দু'আ-মুনাজাতের একটি আদব হলো, দুই হাত তুলে দু'আ করা। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, এই অর্থে একটি হাদীসে বলা হয়েছে: "নিশ্চয় আল্লাহ লাজুক দয়াবান। যখন কোনো মানুষ তাঁর দিকে দু'খানা হাত উঠায় (দু'আ করতে), তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"

অন্য বর্ণনায় সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُوْنَهُ شَيْئًا إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَضَعَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ الَّذِيْ سَأَلُوْا

"যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য তাদের হাতগুলিকে উঠাবে, তখনই আল্লাহর উপর হক্ক (রহমতের দায়িত্ব) হয়ে যাবে যে তারা যা চেয়েছে তা তিনি তাদের হাতে প্রদান করবেন।" হাফিয হাইসামী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ সহীহ।[২০]

অন্য হাদীসে মালিক ইবনু ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا

"তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন হাতের পেট দিয়ে চাইবে, হাতের পিঠ দিয়ে চাইবে না।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[২১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন সময়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ يَدْعُو حَتَّى إِنِّي لأَسْأَمُ لَهُ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا يَدْعُو اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلا تُعَذِّبْنِي بِشَتْمِ رَجُلٍ شَتَمْتُهُ أَوْ آذَيْتُهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দু'খানা উঠিয়ে দু'আ করতেন, এমনকি আমি তাঁর (দীর্ঘ সময়) হাত উঠিয়ে দু'আ করাতে ক্লান্ত ও অস্থির হয়ে পড়তাম; তিনি এভাবে দু'আয় বলতেন: হে আল্লাহ, আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি কোনো মানুষকে গালি দিয়ে ফেললে বা কষ্ট দিলে আপনি সেজন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না।"[২২]

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বৃষ্টির জন্য দু'আর সময়, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপরে দু'আর সময়, মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপের পরে দু'আর সময়, আরাফাতের মাঠে দু'আর সময়, যুদ্ধের ময়দানে দু'আর সময় ও অন্যান্য কোনো কোনো সময়ে দু'আর জন্য তিনি হাত তুলতেন।[২৩]

৪. ২. ৩. দু'আ-মুনাজাতের জন্য হাত না উঠানো

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা দু'আর জন্য হাত উঠানোর ফযীলত জানতে পারি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যে কোনো দু'আ মুনাজাতে আমরা হাত তুলতে পারি। আমরা আরো দাবি করতে পারি যে, সকল প্রকার দু'আ মুনাজাতে হাত উঠানোই সুন্নাত ও হাত না

উঠিয়ে দু'আ করা অনুচিত।

কিন্তু এখানে দুইটি বিষয় আমাদেরকে দ্বিধাগ্রস্থ করে।

প্রথমত, অগণিত হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক সময়, বরং অধিকাংশ সময় দু'আ-মুনাজাতের জন্য হাত উঠাতেন না। বরং শুধু মুখে দু'আ-মুনাজাত করতেন। সাহাবীগণ থেকেও আমরা অনুরূপ কর্ম দেখতে পাই। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা কী করব? আমরা কি বলব যে, এ সকল ক্ষেত্রেও হাত উঠিয়ে দু'আ করা উত্তম এবং হাত না উঠানো অনুচিত? তাহলে তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্ম অনুচিত পর্যায়ের হয়ে গেল। না কি আমরা বলব যে, এ সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো উত্তম, তবে না উঠালেও দোষ নেই? সেক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাজ 'অনুত্তম' বলে গণ্য হলো। না কি বলব যে, এ সকল ক্ষেত্রে হাত না উঠানোই উত্তম, তবে হাত উঠানোতে দোষ নেই? অথবা বলব যে, এ সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো জায়েয নয়? তাহলে হাত উঠানোর ফযীলতে বর্ণিত হাদীসের কী হবে?

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ কখনো কখনো দু'আ-মুনাজাতে হাত উঠাতে আপত্তি করেছেন। সাহাবী হযরত গুদাইফ ইবনুল হারিস আস-সিমালী (রা) বলেন,

بَعَثَ إِلَيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَقَالَ يَا أَبَا أَسْمَاءَ إِنَّا قَدْ أَجْمَعْنَا النَّاسَ عَلَى أَمْرَيْنِ قَالَ وَمَا هُمَا قَالَ رَفْعُ الأَيْدِي عَلَى الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْقَصَصُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا أَمْثَلُ بِدْعَتِكُمْ عِنْدِي وَلَسْتُ مُجِيبَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا. قَالَ لِمَ؟ قَالَ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَة

খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান (খিলাফত: ৬৫-৮৬ হি) আমার কাছে দূত প্রেরণ করে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, হে আবু আসমা, আমরা দুইটি বিষয়ের উপর মানুষদেরকে সমবেত করেছি (এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি)। গুদাইফ (রা) বললেন: বিষয় দুইটি কী কী? খলীফা আব্দুল মালেক বললেন: বিষয় দুইটি হলো: (১). শুক্রবারের দিন (জুমআর খুত্‌বার মধ্যে) মিম্বরে ইমামের খুৎবা প্রদানের সময় (সমবেতভাবে) হাত তুলে দু'আ করা এবং (২). ফজর এবং আসরের নামাযের পরে গল্প কাহিনীর মাধ্যমে ওয়াজ করা। তখন হযরত গুদাইফ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুইটি বিষয় আমার মতে আপনাদের বিদ'আতগুলির মধ্য থেকে সবথেকে ভালো বিদ'আত, তবে আমি এই দুই বিদ'আতের একটি বিষয়েও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করব না। খলীফা বললেন: কেন আপনি আমার কথা রাখবেন না? হযরত গুদাইফ বলেন: কারণ নবীয়ে আকরাম (ﷺ) বলেছেন: "যখনই কোনো সম্প্রদায় কোনো বিদ'আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয়; কাজেই একটি সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকা একটি বিদ'আত উদ্ভাবন করার থেকে উত্তম।"[২৪]

এখানে লক্ষণীয় যে, যে দুইটি বিষয় হযরত গুদাইফ (রা) বিদ'আত বলেছেন দু'টি বিষয়ই শরীয়ত-সম্মত। নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্যণীয়:

১. জুমু'আর দিনের একটি সময়ে দু'আ কবুল হয় বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, খতীবের খুতবার সময় দু'আ কবুলের সময়।

২. জুমআর নামাযের খুৎবা প্রদানের সময় নবীয়ে আকরাম (ﷺ) দু'আ করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৩. জুমু'আর নামাযের খুতবার মধ্যে দু'আর সময় কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুই হাত তুলে মুনাজাত করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৪. দু'আর জন্য হাত তুলার ফযীলতে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

কাজেই, আমরা দাবি করতে পারি যে, খুৎবার সময় দু'আ করা সুন্নাত, দু'আর সময় দু'হাত তোলাও সুন্নাত এবং খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইমাম ও মুসল্লীগণ সমবেতভাবে দু'হাত তুলে দু'আ করা সুন্নাত এবং বেশি সাওয়াব।

কিন্তু সাহাবী একে বিদ'আত বললেন কেন? কারণ বৃষ্টির জন্য দু'আ ছাড়া খুৎবার মধ্যে অন্য কোনো দু'আতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুই হাত উঠাতেন না, বরং শাহাদত আঙ্গুলের ইশারা করে দু'আ করতেন। আর তিনি শুধু একাই হাত তুলতেন বা শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা করতেন, সমবেতভাবে তা করতেন এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না। গুদাইফ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর সুন্নাতের উপরেই থাকতে চাচ্ছেন। তিনি যতটুকু করেছেন তাঁর একবিন্দু বাইরে যেতে চাচ্ছেন না।

ইতোপূর্বে আমরা ফযীলত ও ফযীলত পালনের মাসনূন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সাধারণভাবে লম্বা সূরা-কিরাআতে সালাত আদায় মুসতাহাব হলেও, ফযরের দুই রাক'আত সুন্নাত সালাতের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমই সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক্ষেত্রে সাধারণত ছোট সূরা পাঠ করেছেন। এ কারণেই গুদাইফ (রা) খুতবার মধ্যে হাত তুলে দু'আ করাকে বিদ'আত বলেছেন। এ থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি যে, কোনো ফযীলতের হাদীস দিয়ে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্মের খেলাফ কর্ম করা যায় না। ফযীলতের হাদীসের উপর সাধারণভাবে আমল করতে হবে। কিন্তু যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সেই ফযীলতের হাদীসের বাইরে আমল করেছেন সেখানে তাঁর আমলের অনুসরণ করতে হবে। বুঝতে হবে যে, সেখানে এই ফযীলতটি কার্যকর নয়।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে সকল সময়ে তিনি দু'আ-মুনাজাতে হাত উঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত উঠানো সুন্নাত বলে গণ্য হবে। যেমন আরাফার মাঠে, ইসতিসকার দু'আয়, যুদ্ধে শুরুতে, বিশেষ আবেগের ক্ষেত্রে, ইত্যাদি। আর যেখানে ও যে সময়ে তিনি হাত উঠাননি বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত না-উঠানো সুন্নাত। অধিকাংশ নিয়মিত মাসনূন দু'আ এই প্রকারের। ইস্তিঞ্জার আগে ও পরে, কাপড় পরিধান বা খোলার সময়, ওযুর পরে, মসজিদে গমনের পথে, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়, আযানের পরে দু'আ পাঠের সময়, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরের দু'আ পাঠের সময়, নতুন চাঁদ দেখে, ইফতারের সময় ইত্যাদি অগণিত মাসনূন দু'আ-মুনাজাত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ হাত তুলে দু'আ-মুনাজাত করতেন না। তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় হাত না উঠিয়ে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে

মুনাজাত আদায় করতেন। এ সকল ক্ষেত্রে এভাবে দু'আ করাই সুন্নাত।

অন্যান্য ক্ষেত্রে হাত উঠানো বা না-উঠানোর কোন সুন্নাত নির্ধারিত পদ্ধতি নেই। এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণ ফযীলতের হাদীসের আলোকে আমরা হাত উঠাতে পারি। কিন্তু এ সকল হাদীস দিয়ে বিশেষ পদ্ধতি বা রীতি তৈরি করতে পারি না। বিশেষত সাধারণ ফযীলতের হাদীস দিয়ে সুন্নাত বিরোধী রীতি তৈরি করার অর্থ "সুন্নাত" অপছন্দ করা।

৪. ২. ৪. দু'আর পরে দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মোছা

দু'আ বা মুনাজাতের সময় হাত উঠানোর বিষয়ে যেরূপ কয়েকটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, দু'আ শেষে দুহাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছার বিষয়ে তদ্রূপ কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে দুই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল সনদে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

إِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ

"দু'আ শেষ হলে তোমরা হাত দু'টি দিয়ে তোমদের মুখ মুছবে।" হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করে হাদীসটি খুবই দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫]

অন্য হাদীসে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দু'আ করতে হাত তুলতেন তখন হাত দু'টি দ্বারা মুখ না মুছে তা নামাতেন না।"[২৬]

এই হাদীসটিও অত্যন্ত দুর্বল সনদের। প্রথম যুগের অনেক মুহাদ্দিস একে মাওযূ বা ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন। অপরদিকে পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলেম একে যয়ীফ বা দুর্বল হলেও "আমল করার উপযুক্ত" বলে গণ্য করেছেন।[২৭]

৪. ২. ৫. দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া

দু'আর একটি মাসনূন আদব হলো কিবলার দিকে মুখ করে দু'আ করা। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّداً وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ

"প্রত্যেক বিষয়ের সাইয়্যেদ বা নেতা আছে। বসার নেতা হলো কিবলামুখী হয়ে বসা।" হাদীসটির সনদ হাসান।[২৮]

বিভিন্ন সময়ে দু'আর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়েছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বৃষ্টির জন্য দু'আর সময়, যুদ্ধের ময়দানের আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আর সময়, আরাফা, মুযাদালিফা ও অন্যান্য স্থানে দু'আর সময়, বিশেষ আবেগ ও বেদনার সময়, কখনো কখনো কোনো কোনো সাহাবীর জন্য দু'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য অবস্থা থেকে ঘুরে বিশেষভাবে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[২৯]

তবে আমাদেরকে উপরে আলোচিত সুন্নাতের পর্যায়গুলি মনে রাখতে হবে। কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা উত্তম হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা দু'আর সময় কিবলামুখী হতেন না। অনেক সময় যে অবস্থায় রয়েছেন ঐ অবস্থায় দু'আ করতেন। অনেক সময় তিনি ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেছেন। এথেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি : **প্রথমত,** যে সকল দু'আর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেছেন, সে সময় কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা সুন্নাত। **দ্বিতীয়ত,** যে সময় ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে ঘুরে দু'আ করেছেন, সে সময়ে ঘুরে দু'আ সুন্নাত। অন্য সময়ে কিবলামুখী হওয়া উত্তম, কিন্তু মুস্তাহাব পর্যায়ের উত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের সালাম ফেরানোর পরে কিবলা থেকে ঘুরে বা কিবলার দিকে পিছন ফিরে যিক্‌র ও দু'আ করতেন। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) সালাম ফেরানেরা পরে ইমামের কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বা কিবলামুখী হয়ে দু'আ-মুনাজাত করা 'মাকরূহ' বা অপছন্দনীয় বলেছেন।[৩০] হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আল্লামা সারাখসী (৪৯০ হি) লিখেছেন: যদিও কিবলামুখী হয়ে বসা শ্রেষ্ঠতম বসা বা সকল বৈঠকের নেতা, কিন্তু নামাযের সালাম ফেরনোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসা ইমামের জন্য মাকরূহ, কারণ সাহাবী-তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামের জন্য নামাযের সালাম ফেরানোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বিদ'আত।[৩১]

এ থেকে আমরা দেখছি যে, 'কিবলামুখী হয়ে দু'আ মুনাজাতের ফযীলতের দলীলগুলির উপর নির্ভর করে যদি কেউ দাবি করেন যে, ইমামের জন্যও সালাত শেষে কিবলামুখী হয়ে দু'আ-মুনাজাত করা উত্তম এবং তার জন্য কিবলাকে পিছনে দিয়ে বসা অনুচিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অমুক অমুক কারণে ঘুরে বসতেন, কিন্তু আমাদের যুগে ইমামদের জন্য কিবলামুখী হয়ে মুনাজাত করাই উত্তম... ইত্যাদি... তবে তাঁর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁর দাবি ও দলীল তাকে বিদ'আত ও সুন্নাত বিরোধিতায় নিপতিত করবে।

৪. ২. ৬. দু'আর সাথে 'আমীন' বলা

হাবীব ইবনু মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلا أَجَابَهُمُ اللَّهُ

"কিছু মানুষ একত্রিত হলে যদি তাদের কেউ দোয়া করে এবং অন্যরা 'আমীন' বলে তবে আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন।"[৩২]

এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনু লাহীয়ার অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলভ্রান্তির পরিমাণও অনেক। সামগ্রিকভাবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য করেছেন এবং কেউ কেউ তাঁর বর্ণিত হাদীস হাসান বলে গণ্য করেছেন। আমি 'সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এ হাদীসে দু'আর সাথে "আমীন" বলার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সমবেত মানুষদের মধ্যে কেউ যদি দোয়া করেন এবং অন্যরা 'আমীন' বলেন তবে তা দোয়া কবুলের একটি ওসীলা। তবে আমরা জানি যে, এরূপ হাদীসের আলোকে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো রীতি তৈরি করা যায় না। যে সকল স্থানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ সমবেতভাবে দু'আ করা বা দু'আকারীর সাথে আমীন বলা পরিত্যাগ করেছেন সেখানে তা পরিত্যাগ করাই সুন্নাত।

সুন্নাতের আলোকে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বা সালাতুল ইসতিকার জন্য সমবেত হয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে সমবেত মুজাহিদগণ অনেক সময় যুদ্ধের আগে দোয়া করেছেন। এক্ষেত্রে একজন দোয়া করেছেন এবং উপস্থিত অন্যরা 'আমীন' বলেছেন। বিপদে আপদে শুধু দোয়া করতে তারা জমায়েত হন নি। বরং এক্ষেত্রে ফরয নামাযের শেষ রাক'আতের রুকুর পরে 'কুনুতে নাযিলা' পাঠের ক্ষেত্রে ইমাম সশব্দে দোয়া পাঠ করেছেন এবং মুক্তাদিগণ 'আমীন' বলেছেন। বিতরের কুনুতেও অনেকে এরূপ করেছেন। কেউ মারা গেলে তার জন্য দোয়া করতে জানাযার নামায আদায় করেছেন। এছাড়া শুধু দোয়া করতে কখনো সমবেত হন নি। আযানের পরে, নামাযের পরে, খাওয়ার পরে, মসজিদে গমনের সময়ে বা অন্যান্য নিয়মিত দোয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ার সাথে বা অন্য কারো দোয়ার সাথে 'আমীন' বলেন নি, বরং প্রত্যেকে নিজের মত দোয়া করতেন।

৪. ৩. মুনাজাতের মাসনূন সময়

সকল সময় সকল অবস্থাতেই মুমিন দু'আ করবেন। বিশেষভাবে দু'আ কবুলের মাসনূন সময়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। বিভিন্ন হাদীসে দু'আ কবুলের বিভিন্ন সময়ের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ সময়গুলি হলো: রাত, বিশেষত শেষ রাত, : রমযান মাস, ফরয বা নফল রোযা অবস্থায়, ইফতারের সময়, যমযমের পানি পান করার সময়, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, জিহাদের ময়দানে দুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, শুক্রবারের দিনের ও রাত্রের বিশেষ মুহূর্ত, নামাযের মধ্যে, সাজদা রত অবস্থায়, নামাযের শেষে তাশাহ্‌হুদ ও দরুদের পরে সালামের আগে, কুনুতের সময়, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর।

৫. নামাযের মধ্যে মুনাজাত

এ সকল সময়ের ফযীলতের হাদীসসমূহ বিস্তারিতভাবে 'রাহে বেলায়েত' গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু নামায সংশ্লিষ্ট চারিটি সময়ের আলোচনা করছি। অন্যান্য সময় ও স্থানের সুযোগ গ্রহণ সাধারণ পাঠকদের জন্য সম্ভব না হলেও আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করি। নামায সংশ্লিষ্ট দু'আ কবুলের সময়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি আমরা এ সকল সময়ে আমাদের মনের আকুতি মহান প্রভুর দরবারে জানাতে পারি তবে তা আমাদের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের মহা কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

৫. ১. সানার সময়ে দু'আ-মুনাজাত

নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার পরেই যে দু'আ বা যিক্‌র পাঠ করা হয় তাকে আমরা সাধারণত 'সানা' বলি। এই সময়ে রাসূলুল্লাহ বিভিন্ন আবেগময় মর্মস্পর্শী দু'আ ও যিক্‌র পাঠ করতেন। এগুলির মধ্য থেকে একটি মাত্র দু'আ আমরা সানা হিসাবে পাঠ করি। এ ছাড়া আরো অনেক দু'আ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সময়ে পাঠ করতেন। আমাদের উচিত এগুলি মুখস্থ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু'আ পাঠ করা, বিশেষত সুন্নাত নফল সালাতের মধ্যে। এ সকল মাসনূন সানা বা শুরুর দু'আ অর্থসহ মুখস্থ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু'আ পাঠ করলে নামাযের মনোযোগ, বিনয় ও আন্তরিকতা বহাল থাকে। নইলে মুসল্লী অভ্যস্তভাবে খেয়াল না করেই কখন সানা পড়ে শেষ করেন তা টেরও পান না। এখানে সানার দুটি দু'আ লিখছি:

মাসনূন মুনাজাত-১ (সানার সময়)

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে (নামাযে) দাঁড়িয়ে বলতেন:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"আমি মুতাওয়াজ্জাহ হচ্ছি (সুদৃঢ়ভাবে আমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করছি) তাঁর দিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমিন এবং আমি শিরকে লিপ্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ-উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্যই, তিনি

মহাবিশ্বের প্রতিপালক প্রভু। তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং এই জন্যই আমাকে আদেশ করা হয়েছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ, আপনিই সম্রাট। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস। আমি অত্যাচার করেছি আমার আত্মার উপর এবং আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। আর আপনি পরিচালিত করুন আমাকে উত্তম ও অমায়িক আচরণের পথে, আপনি ছাড়া কেউ উত্তম আচরণের পথে পরিচালিত করতে পারে না। আর আপনি আমাকে খারাপ ব্যবহার ও আচরণ থেকে দূরে রাখুন, আপনি ছাড়া আর কেউ খারাপ আচরণ ও ব্যবহার থেকে দূরে রাখতে পারে না। আপনার ডাকে আমি সাড়া প্রদান করছি, আমি সানন্দে সাড়া প্রদান করছি। সকল কল্যাণ আপনার হাতে এবং অকল্যাণ আপনার দিকে নয়। আমি আপনারই সাহায্যে ও আপনারই দিকে। মহা বরকতময় আপনি এবং সুমহান আপনি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে তাওবা করছি।"[৩৩]

মাসনূন মুনাজাত-২ (সানার সময়)

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার পরে কিরাআত (সূরা পাঠ) শুরু করার আগে অল্প সময় চুপ করে থাকতেন। তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবনি হোক, আপনি তাকবীরে তাহরীমা ও সূরা পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে নীরব থাকেন, এ সময়ে আপনি কী বলেন ? তিনি বললেন, আমি এ সময়ে বলি :

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

"হে আল্লাহ, আপনি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন আমার ও আমার পাপের মধ্যে যেমন দূরত্ব আপনি রেখেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে (আমাকে সকল প্রকার পাপ থেকে শত যোজন দূরে রাখুন)। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করুন পাপ থেকে, যেমনভাবে পরিচ্ছন্ন করা হয় ধবধবে সাদা কাপড়কে ময়লা ও নোংরা থেকে। হে আল্লাহ আপনি ধৌত করুন আমার পাপরাশী পানি, বরফ এবং শিল দ্বারা (আমার হৃদয়কে পাপমুক্তি ও অনন্ত প্রশান্তি প্রদান করুন)।"[৩৪]

৫. ২. সাজদার মধ্যে দু'আ ও মুনাজাত

দু'আর শ্রেষ্ঠ সময় হলো সাজদার সময়। সাজদা হলো নামাযের মধ্যে মহিমাময় প্রভুর কাছে বান্দার সমর্পণের চূড়ান্ত পর্যায় এবং আল্লাহর সাথে বান্দার চূড়ান্ত সংযোগ। মানব জীবনে দু'আ কবুলের অন্যতম সময় হলো সাজদার সময়। আবু হুরাইরা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

"বান্দা যখন সাজদায় রত থাকে তখন সে তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, কাজেই তোমরা এই সময়ে বেশি বেশি দু'আ করবে।"[৩৫]

অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِيْ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"আর সাজদারত অবস্থায় তোমরা সাধ্যমত বেশি করে দু'আ করবে, কারণ এই সময়ে তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।"[৩৬]

সাজাদার সময় বেশি বেশি দু'আ করার নির্দেশনায় আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ সময়ে বেশি বেশি দু'আ করতেন। এখানে কয়েকটি দু'আ লিখছি:

মাসনূন মুনাজাত-৩ (সাজদার মধ্যে)

আবু হুরাইরা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাজদার মধ্যে বলতেন:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ

"হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার সকল পাপ, ছোট পাপ, বড় পাপ, প্রথম পাপ, শেষ পাপ, প্রকাশ্য পাপ, গোপন পাপ।"[৩৭]

মাসনূন মুনাজাত-৪ (সাজদার মধ্যে)

আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বিছানায় পেলাম না। (অন্ধকারে) তাকে খুঁজলাম। তখন আমার হাত তার পায়ের তালুতে লাগল। তিনি তখন সাজদায় ছিলেন ও পা দুইটি খাড়া ছিল। তিনি বলছিলেন :

اَللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ

كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রাথনা করছি এবং আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার কাছে আপনার থেকে। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। আপনি ঠিক তেমনি যেমন আপনি আপনার নিজের প্রশংসা করেছেন।"[৩৮]

মাসনূন মুনাজাত-৫ (সাজদার মধ্যে)

اَللّهُمّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْراً وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْراً وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْراً وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْراً وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْراً وَأَمَامِيْ نُوْراً وَخَلْفِيْ نُوْراً وَفَوْقِيْ نُوْراً وَتَحْتِيْ نُوْراً وَاجْعَلْ لِيْ نُوْراً وَاجْعَلْنِيْ نُوْراً

"হে আল্লাহ আপনি প্রদান করুন আমার অন্তরে নূর, আমার কানে নূর, আমার চোখে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আপনি আমার জন্য নূর দান করুন। আপনি আমাকে নূর বানিয়ে দিন।"[৩৯]

আমাদের দেশে অনেকে অজ্ঞতাবশত বলেন: আমাদের মাযহাবে সাজদার সময় দু'আ করা যাবে না বা উচিত নয়। বস্তুত ইমাম আবূ হানীফার (রাহ) মত হলো, ফরয নামায জামাতে আদায়ের সময় যথাসম্ভব নির্ধরিত যিক্‌র আযকার ও দু'আর মাধ্যমে আদায় করতে হবে। আর বাকি সকল সুন্নাত, নফল, তাহাজ্জুত ইত্যাদি নামাযের শুরুতে, তিলাওয়াতের সময়ে, রুকুতে, সাজদায় ও সালামের আগে বেশি বেশি করে বিভিন্ন মাসনূন দু'আ করতে হবে।

প্রত্যেক মুমিনের জন্য তাঁর মনের সকল আবেগ, আকুতি, বেদনা ও প্রার্থনা মহান প্রভুর দরবাবে পেশের সর্বোত্তম সুযোগ হলে নামায, বিশেষত সাজদার অবস্থায়। পৃথিবীর কোনো নেতা যদি আমাদের বলতেন, অমুক সময় আমার কাছে আবেদন করলে আমি তা কবুল করব, তাহলে আমরা সেই সময়টিকে সদ্ব্যবহার করতে প্রাণপণে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আফসোস! মহান রাব্বুল আলামীনের এই মহান সুযোগ আমরা অবহেলা করে এড়িয়ে চলছি। আমাদের সকলেরই উচিত, যথাসম্ভব মাসনূন দু'আ মুখস্থ করে সেগুলি দিয়ে সাজদায় দু'আ করা। কুরআন ও হাদীসের যে কোনো দু'আ সাজদায় যেয়ে করা যায়। কুরআন ও হাদীস থেকে বিভিন্ন দু'আ অর্থসহ মুখস্থ করে সেগুলির মাধ্যমে সাজদার সময় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। সালামের আগে এবং সালামের পরে পাঠের জন্য যে মুনাজাতগুলি এই পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিও সাজদার সময় পাঠ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও এগুলির কোনো কোনোটি সাজদায় পাঠ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

৫. ৩. সালামের আগে দু'আ-মুনাজাত

নামাযের মধ্যে দু'আর আরেকটি বিশেষ সময় হলো তাশাহহুদের পরে সালামের পূর্বে। এই সময়ে দু'আ করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিয়মিত কর্ম ও বিশেষ নির্দেশ। তিনি তাঁর উম্মতকে তাশাহহুদ শিক্ষা দান করে বলেছেন :

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا يَشَاءُ، (مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو)

"এরপর মুসল্লী তার পছন্দ অনুসারে দু'আ বেছে নিয়ে দু'আ করবে।"[৪০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সময়ে বিভিন্ন দু'আ-মুনাজাত পাঠ করেছেন এবং উম্মাতকেও শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি মুনাজাত উল্লেখ করছি।

মাসনূন মুনাজাত-৬ (নামাযের মধ্যে)

اَللّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِيْ اَللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِيْ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِيْ الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِيْ الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيْماً لاَ يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ

"হে আল্লাহ, আপনার গাইবী ইলমের ওসীলা দিয়ে এবং আপনার সৃষ্টির ক্ষমতার অসীলা দিয়ে (প্রার্থনা করছি), আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ আপনি জানবেন যে, জীবন আমার জন্য উত্তম। এবং আপনি আমাকে মৃত্যু দান করুন যখন আপনি জানবেন যে,

---

মৃত্যু আমার জন্য উত্তম। হে আল্লাহ, আর আমি আপনার কাছে চাচ্ছি গোপনে এবং প্রকাশ্যে আপনার ভীতি। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি মধ্যম পন্থা দারিদ্র্য এবং সচ্ছলতায়। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি অফুরন্ত নেয়ামত। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি অবিচ্ছিন্ন শান্তি-তৃপ্তি। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি মৃত্যুর পরে শান্তিময় জীবন। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি আপনার পবিত্র মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাতের (দীদারের) আনন্দ, এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ, সকল ক্ষতিকর প্রতিকুলতা এবং বিভ্রান্তিকর ফিতনা-ফাসাদ হতে বিমুক্ত থেকে। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্যময় করুন এবং আমাদেরকে সুপথপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শনকারী বানিয়ে দিন।"

তাবিয়ী সাইব ইবনু মালিক বলেন, একদিন আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা) আমাদেরকে নামায পড়ালেন। তিনি সংক্ষেপে নামায পড়ালেন। তখন জামাতে উপস্থিত কেউ কেউ বলল, আপনি সংক্ষেপেই নামায পড়ালেন। তখন তিনি বললেন, আমি এই নামাযের মধ্যে এমন কিছু দু'আ করেছি যেগুলি আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছি। এ বলে তিনি উপরের দু'আটি তাদেরকে শিখিয়ে দেন। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।[৪১]

এখানে হযরত আম্মার জামাতে নামাযের মধ্যে এই দোয়াটি পাঠ করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, 'নামাযের মধ্যে' সাজদায়, কুনুতে, বা তাশাহ্হুদের পরে এই মুনাজাত পাঠ করা মাসনূন।

মাসনূন মুনাজাত-৭ (নামাযের মধ্যে)

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ (مُحَمَّدٌ ﷺ) وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ (مُحَمَّدٌ ﷺ) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَداً

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই সকল কল্যাণ থেকে: নিকটবর্তী কল্যাণ, দূরবর্তী কল্যাণ, আমি যে কল্যাণ সম্পর্কে অবগত আছি এবং আমি যে কল্যাণ সম্পর্কে অবগত নই। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল অকল্যাণ থেকে: নিকটবর্তী অকল্যাণ, দূরবর্তী অকল্যাণ, আমি যে অকল্যাণ সম্পর্কে অবগত আছি এবং আমি যে অকল্যাণ সম্পর্কে অবগত নই। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সে সকল কল্যাণ চাই যে সকল কল্যাণ চেয়েছেন আপনার কাছে আপনার বান্দা এবং আপনার নবী (মুহাম্মাদ ﷺ)। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সে সকল অকল্যাণ থেকে যে সকল অকল্যাণ থেকে আপনার আশ্রয় চেয়েছেন আপনার বান্দা এবং আপনার নবী (মুহাম্মাদ ﷺ)। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই জান্নাত এবং জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায় এরূপ সকল কথা বা কাজের তাওফীক। এবং আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা বা কাজ থেকে যা জাহান্নামের কাছে নিয়ে যায়। আর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি আমার জন্য যা কিছু ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন সব কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি আমার জন্য মঙ্গলময় কল্যাণকর করে দিন।"

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে এই দু'আটি শিক্ষা দেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তিনি সালাতে রত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তুমি পূর্ণ বাক্যাবলি ব্যবহার করবে। সালাতের পরে আয়েশা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে এই মুনাজাতটি শিখিয়ে দেন। অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাশাহ্হুদের পরে পাঠের জন্য এই প্রকারের দু'আ শিক্ষা দেন।[৪২]

মাসনূন মুনাজাত-৮ (সালামের আগে)

ইবনু মাস'উদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে তাশাহহুদের পরে দু'আর কিছু বাক্য শিখিয়েছেন :

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلامِ وَنَجِّنَا مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

"হে আল্লাহ, আপনি আমাদের (মুসলিমগণের) অন্তরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিন। আপনি আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ প্রদান করুন। আপনি আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করুন, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোয় নিয়ে আসুন, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন। আপনি আমাদের শ্রবণযন্ত্রে, আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে, আমাদের অন্তরে, আমাদের স্বামী-স্ত্রীগণের মধ্যে এবং আমাদের সন্তানগণের মধ্যে বরকত প্রদান করুন। আপনি আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী পরম করুণাময়। আপনি আমাদেরকে আপনার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের, নেয়ামতের জন্য আপনার প্রশংসা করার এবং নেয়ামতকে সসম্মানে গ্রহণ করার তাওফীক প্রদান করুন এবং আপনি আমাদের জন্য প্রদত্ত আপনার নেয়ামতকে পূর্ণ

করুন।” হাদীসটি সহীহ।[৪৩]

মাসনূন মুনাজাত-৯ (সালামের আগে)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “তোমরা যখন শেষ তাশাহহুদ শেষ করবে, তখন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا والْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

“হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই- জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জাগতিক জীবনের ও মৃত্যুর ফিতনা (পরীক্ষা বা বিপদ) থেকে এবং দাজ্জালের অমঙ্গল থেকে।”[৪৪]

মাসনূন মুনাজাত-১০ (সালামের আগে)

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযের শেষে তাশাহ্হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বলতেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ

“হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করে দেন আমার আগের পাপ, পরের পাপ, গোপন পাপ, প্রকাশ্য পাপ, আমার বাড়াবাড়ি এবং যে সকল পাপের কথা আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন এবং আপনিই পিছিয়ে দেন। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।”[৪৫]

মাসনূন মুনাজাত-১১ (সালামের আগে)

আবু বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলেন যে, আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযের মধ্যে পড়ব, তখন তিনি এ দু'আটি শিখিয়ে দেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ কেহই ক্ষমা করতে পারেনা, সুতরাং আপনি নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে রহম করুন, আপনি বড়ই ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু।”[৪৬]

৫. ৪. বিত্‌র-এর কুনূতের দু'আ

কুনুত অর্থ দু'আ, বিনম্রতা, দণ্ডায়মান থাকা, দাঁড়িয়ে দু'আ করা ইত্যাদি। নামাযের মধ্যে দু'আর অন্যতম মাসনূন সময় হলো কুনুত। আমরা নিয়মিত সালাতুল বিত্‌র-এ কুনুত পাঠ করি। অন্য অনেক দেশের মুসলমান সালাতুল ফজরেও কুনুত পাঠ করেন। এছাড়া কোনো জাতি বা জনগোষ্টি হঠাৎ কঠিন বিপদে নিপতিত হলে ফজর ও মাগরিবের সালাতে বা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ‘কুনুতে নাযেলা’ পাঠের নিয়ম আছে।

বিতির নামাযের শেষ রাক'আতে রুকুর আগে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'আ পাঠ করতেন, যা কুনুত নামে পরিচিত। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দু'আ পাঠ করেছেন। আমাদের সমাজে ‘দু'আ কুনুত’ নামে পরিচিত দু'আটি সহীহ সনদে বর্ণিত।[৪৭] কিন্তু আমরা অজ্ঞতাবশত মনে করি যে, কুনুতের সময় এই দু'আটিই পাঠ করতে হবে। অনেকে বলেন : আমাদের মাযহাবে এই দু'আটিই পাঠ করতে হবে। ধারণাটি ভিত্তিহীন ও ভুল। বরং প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও সাহেবাইন স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, কুনুতের জন্য কোনো দু'আ নেই, কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রাহ) তাঁর “আল-মাবসূত” বা “আল-আসল” গ্রন্থে লিখেছেন :

قلت فما مقدار القيام في القنوت قال كان يقال مقدار إذا السمآء انشقت والسمآء ذات البروج قلت فهل فيه دعاء موقت قال لا

“আমি বললাম : তাহলে কুনুতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন: বলা হতো যে, সূরা ‘ইযাস সামাউন শাক্কাত’ ও সূরা ‘ওয়াস সামাই যাতিল বুরুজ’ পরিমাণ। আমি বললাম : কুনুতের জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট দু'আ আছে ? বা কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করা যাবে? তিনি বললেন : না।”[৪৮]

ইমাম মুহাম্মাদের অন্য গ্রন্থ "আল-হুজ্জাত"-এ তিনি লিখেছেন :

قلت فهل في القنوت كلام موقت قال لا ولكن تحمد الله وتصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم) وتدعو بما بدا لك

"আমি বললাম : তাহলে কুনুতের জন্য কি কোনো নির্ধারিত বাক্য বলতে হবে বা কোনো বাক্য নির্ধারিত করা যাবে ? তিন বললেন : না। বরং তুমি আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করবে, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে এবং তোমার সুবিধা ও ইচ্ছামতো যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করবে।"[৪৯]

মাসনূন মুনাজাত-১২ (বিতর্-এর কুনুত)

হযরত ইমাম হাসান ইবুন আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে নিম্নের বাক্যগুলি শিক্ষা দিয়েছেন বিতিরের নামাযে বলার জন্য :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

"হে আল্লাহ, আমাকে হেদায়াত করুন, যাদেরকে আপনি হেদায়াত করেছেন তাদের সাথে। আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্ত ও সুস্থতা দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে। আমাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করুন (আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন), যাদেরকে আপনি ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে। আপনি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন। আপনি যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করেন, আপনার বিষয় কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আপনি যাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে অপমানিত হবে না। আর আপনি যাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে কখনো সম্মানিত হবে না। মহা-মহিমাময় বরকতময় আপনি, হে আমাদের প্রভু, এবং মহামর্যাদাময় ও সর্বোচ্চ আপনি।"[৫০]

আমরা কখনো এ দু'আ ও কখনো প্রচলিত দু'আ পড়ব। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এ সময়ে যে কোনো বিষয়ে দু'আ চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তবে মাসনূন দু'আ পাঠের চেষ্টা করতে হবে। এ দুটি কুনুতের দু'আ ছাড়াও এ পুস্তিকায় উল্লেখিত অন্যান্য মাসনূন মুনাজাত বা কুরআন-হাদীসের যে কোনো দু'আ আমরা মুখস্থ করে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এ সময়ে পাঠ করতে পারি।

আমি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি যে, হানাফী মাযহাবের ইমামগণ কুনুতের জন্য, এবং নামাযের মধ্যে যে কোনো স্থানে দু'আর জন্য কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে দু'আর প্রাণ থাকে না। নামাযী ঠোঁটস্থভাবে অমনোযোগের সাথে নামাযের যিক্র ও দু'আ আউড়ে যান। এক পর্যায়ে এভাবে প্রাণহীন নামায শেষ হয়ে যায়। সর্বদা একটি নির্ধারিত দু'আ পাঠ করলে নামাযের খুশু, আবেগ, প্রাণবন্ততা বিনয় ও আকুতি নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক মুমিনের উচিত বিভিন্ন মাসনূন শব্দের দু'আ অর্থ বুঝে মুখস্থ করে একেক সময় একেক দু'আ পাঠ করা। এতে মনের আবেগ দিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে খুশু ও বিনয়ের সাথে দু'আ করা সহজ হয়। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন।

কুনুতের মুনাজাতে হাত উঠানো বা না উঠানো

আমরা দেখেছি যে, দু'আর সময় দুই হাত উঠানো উত্তম। এজন্য অনেক ফকীহ কুনুতের মুনাজাতের সময়ও দুই হাত তুলে দু'আ করার বিধান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ফকীহ এ সময় হাত না তুলে হাত বাঁধা অবস্থায় অথবা দুপাশে ঝুলিয়ে রেখে কুনুত পাঠের বিধান দিয়েছেন। যাঁরা দুহাত তুলে মুনাজাত করে কুনুত পাঠ করার বিধান দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম কাযী আবূ ইউসূফ।[৫১] এছাড়া শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীগণও এভাবে দু হাত তুলে মুনাজাতের মাধ্যমে কুনুত পাঠ করেন। তাঁদের দলিলগুলি নিম্নরূপ:

(১) বিভিন্ন হাদীসে দু'আর সময় হাত উঠানোর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলির আলোকে কুনুতের দু'আর সময়েও হাত উঠানো উত্তম।

(২) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযের ভিতরে দু'আ করার সময়েও কখনো কখনো দু হাত উঠাতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কুসূফ বা সূর্যগ্রহণের নামাযের সময় তিনি নামাযের মধ্যে হাত তুলে দু'আ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[৫২] এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে উমার (রা), আলী (রা) প্রমুখ সাহাবী কুনুতে নাযিলার সময় দু' হাত তুলে দু'আ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[৫৩]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্র-এর কুনুতের সময় হাত উঠিয়েছেন বলে বর্ণিত না হলেও, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আবূ হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (রা) বিত্র-এর কুনুতে দু হাত তুলে মুনাজাত করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[৫৪]

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বিত্র-এর কুনুত পাঠের সময় হাত না তুলে স্বাভাবিকভাবে হাত বাঁধা অবস্থায় কুনুত পাঠ করতে

বিধান দিয়েছেন।[৫৫] যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্‌র-এর কুনুতের সময় হাত তুলে দু'আ করেছেন বলে বর্ণিত হয় নি, সেহেতু হাত তুলে দু'আ করার ফযীলতের হাদীস দিয়ে বা কুনুতের নাযিলার উপর কিয়াস করে বিত্‌র-এর কুনুতে হাত উঠানোর বিধান প্রদান করেন নি তিনি। তিনি সুন্নাতের হুবহু অনুকরণ করতে ভালবাসতেন।

৬. নামাযের পরে মুনাজাত

৬. ১. ফরয নামাযের পরে যিক্‌র ও মুনাজাতের গুরুত্ব

নামায মুমিনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। নামাযের শেষে মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি ও আবেগ আসে। আমরা নামাযে মনোযোগ দিতে পারি না বলে এই প্রশান্তি ভালোভাবে অনুভব করতে পারি না। তা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব মনোযোগ সহকারে নামাযের সূরা-কিরাআত, তাসবীহ ও দু'আর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নামায শেষ করলে মুসাল্লী নিজেই হৃদয়ের প্রশান্তি ও আবেগ অনুভব করবেন।

এই সময়ে তাড়াহুড়ো করে উঠে চলে যাওয়া মুমিনের উচিত নয়। নামাযের পরে যতক্ষণ সম্ভব নামাযের স্থানে বসে দু'আ মুনাজাত ও যিকিরে রত থাকা উচিত। মুমিন যদি কিছু না করে শুধুমাত্র বসে থাকেন তাও তাঁর জন্য কল্যাণকর। নামাযের পরে যতক্ষণ মুসল্লী নামাযের স্থানে বসে থাকবেন ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا صَلَّى الْمُسْلِمُ ثُمَّ جَلَسَ فِيْ مُصَلاَّهُ لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَدْعُو لَهُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمْ

"যদি কোনো মুসলিম সালাত আদায় করে, এরপর সে তাঁর সালাতের স্থানে বসে থাকে, তবে ফিরিশতাগণ অনবরত তাঁর জন্য দু'আ করতে থাকেন : হে আল্লাহ একে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, একে রহমত করুন। যতক্ষণ না সে ওযু নষ্ট করে বা তাঁর স্থান থেকে উঠে যায় ততক্ষণ।"[৫৬]

সাহাবী-তাবেয়ীগণ ফরয নামাযের পরে সাধ্যমতো বেশি সময় কোনো কথোপকথনে লিপ্ত না হয়ে যত বেশি সম্ভব তাসবীহ, তাহলীল ও দু'আয় রত থাকতে পছন্দ করতেন।[৫৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পরে বিভিন্ন যিক্‌র ও মুনাজাত করেছেন এবং করতে শিখিয়েছেন। হাদীসের শিক্ষার আলোকে আমারা দেখতে পাই যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে কিছু সময় বসে যিক্‌র ও মুনাজাত করা সুন্নাত সম্মত গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরের দু'আ কবুল হয় বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো: "কোন্ দু'আ সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বা কবুল করা হয় ?" তিনি উত্তরে বলেন :

جَوْفُ اللَيلِ الآخِرُ، ودُبرُ الصلواتِ المكتوبات

"রাত্রের শেষ অংশ ও ফরয নামাযের শেষে (দু'আ বেশি কবুল হয়)।"[৫৮]

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে দু'আ করা একটি সুন্নাত সম্মত নেক আমল। আমরা সুন্নাত ও ফযীলতের পর্যায়ের আলোচনা থেকে দেখেছি যে, যদি কেউ যে কোনো ভাবে এই সময়ে কিছু দু'আ করেন তাহলে 'মূল' ফযীলতের উপর আমল করা হবে। আর যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন নামাযের পরে যে সকল দু'আ ও মুনাজাত করতেন সেগুলি পালন করেন তাহলে তিনি সুন্নাত সম্মতভাবে আমল করার জন্য বেশি সাওয়াব অর্জন করবেন। তিনি যদি দু'আ-মুনাজাত পালনের পদ্ধতিতেও তাঁর হুবহু অনুকরণ করেন তবে তিনি পূর্ণ সুন্নাত পালনের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব লাভ করবেন। এজন্য আমরা এখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে সকল দু'আ-মুনাজাত আদায় করতেন সেগুলির উল্লেখ করছি। এছাড়া এসকল মুনাজাত আদায়ে তাঁর পদ্ধতিও আলোচনা করছি। যেন আগ্রহী মুসলিম এ ক্ষেত্রে হুবহু রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত পালনের তাওফীক অর্জন করতে পারেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য আমরা সকলেই প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সেখানে যদি কয়েক মিনিট সময় অতিরিক্ত সুন্নাত সম্মত দু'আ-মুনাজাত পালন করে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও বরকত অর্জন করতে পারি তবে তা আমাদরে জন্য অত্যন্ত সহজে অনেক বড় পাওয়া বলে গণ্য হবে।

৬. ২. ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কর্ম

ফরয নামাযের সালামের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো নির্ধারিত নিয়ম ছিল না। তিনি সাধারণভাবে এই সময়ে বিভিন্ন যিক্‌র ও মুনাজাত পাঠ করতেন। সাধারণত তিনি সালামের পরে ৩ বার "আসতাগফিরুল্লাহ" ও ১ বার "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম" বলতেন। এরপর ডানে বা বামে ঘুরে বসতেন বা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসতেন। কখনো বসে কিছুক্ষণ একা একা মুখে মুখে বিভিন্ন দু'আ, মুনাজাত ও যিক্‌র পড়তেন। অথবা উঠে নিজের ঘরে চলে যেতেন। তিনি ফরয নামাযের পরের সুন্নাত ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। কখনো কখনো তিনি নামাযের সালামের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে নসীহত শুরু করতেন। ফজরের, যোহরের, আসরের ও ইশা'র নামাযের জামাতের সালামের পরেই উঠে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা ও ওয়াজ নসীহত করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে দেখেছি। মাগরিবের জামাতের পরেই উঠে ওয়াজ নসীহত করেছেন বলে আমি জানতে পারি নি।[৫৯]

৬. ৩. ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্‌র

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের যিক্‌র বা মুনাজাত পাঠ করতেন। এগুলির মধ্যে কিছু শুধু

আল্লাহ প্রশংসা ও গুণগাণ জ্ঞাপক। আবার কিছু বাক্যে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করা হয়েছে। উভয় প্রকার বাক্যাবলিই 'মুনাজাত', তবে আমরা সাধারণত দ্বিতীয় প্রকার বাক্যগুলিকে মুনাজাত ও প্রথম প্রকারকে যিক্র বলে বুঝি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আচরিত ও শেখানো যিক্রগুলির মধ্যে রয়েছে ১০ বার বা ৩৩/৩৪ বার বা ১০০ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা, আয়াতুল কুরসী পাঠ করা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করা ইত্যাদি। আমি রাহে বেলায়াত ও মুসলমানী নেসাব গ্রন্থে এগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠক সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। এই পুস্তিকাটিতে শুধু প্রার্থনাজ্ঞাপক বাক্যাবলি বা 'মুনাজাত'গুলিই আলোচনা করতে চাই।

৬. ৪. ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুনাজাত

মাসনূন মুনাজাত-১৩ (নামাযের পরে ৩ বার)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

"আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

সালাম ফেরানোর পরে প্রথমেই তিনি তিন বার একথা বলতেন।[৬০]

মাসনূন মুনাজাত-১৪ (নামাযের পরে)

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ [تَجْمَعُ] عِبَادَكَ

"হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন আপনার শাস্তি থেকে যেদিন আপনি পুনরুত্থিত করবেন আপনার বান্দাগণকে।"

হযরত বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন : "আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন তাঁর ডান দিকে দাঁড়াতে পছন্দ করতাম। তিনি নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন। আমি শুনলাম তিনি নামায শেষে ফেরার সময় উক্ত দু'আটি বললেন।"[৬১]

মাসনূন মুনাজাত-১৫ (নামাযের পরে)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ[أَعُوذُ بِكَ] مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রর্থনা করছি কুফরি থেকে ও দারিদ্র থেকে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।"

আবু বাকরার (রা) ছেলে মুসলিম বলেন, আমার পিতা নামাযের পরে এই দু'আটি পাঠ করতেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দু'আটি নামাযের পরে পাঠ করতেন। তিনি ছেলেকে আরো বলেন : তুমি এই দু'আটি নিয়মিত পড়বে।[৬২]

মাসনূন মুনাজাত-১৬ (নামাযের পরে)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা থেকে, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা থেকে, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপমানকর অতি বৃদ্ধ বয়সে পৌছান থেকে, (যে বয়সে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে), আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।"

হযরত সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন : "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক নামাযের পরে এই বাক্যগুলি দ্বার দু'আ করতেন।"[৬৩]

মাসনূন মুনাজাত-১৭ (নামাযের পরে)

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ أَمْرِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِيْ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ نَقَمَتِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"হে আল্লাহ, আপনি আমার দ্বীনকে ভালো ও কল্যাণময় করুন, যাকে আপনি আমার রক্ষাকবজ বানিয়েছেন এবং আমার দুনিয়াকে ভালো ও কল্যাণময় করুন, যাতে আমার জীবন ও জীবিকা রয়েছে। হে আল্লাহ, আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আপনার সন্তুষ্টির নিকট, আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার নিকট এবং আপনার থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেন তা ঠেকানোর কেউ নেই। এবং আপনি যা প্রদান না করেন তা প্রদান করার ক্ষমতাও কারো নেই। এবং কোনো পারিশ্রমকারীর চেষ্টা-পরিশ্রম আপনার ইচ্ছার

বাইরে তার কোনো উপকারে লাগে না।"

তাবিয়ী কা'ব বলেন : তাওরাতে আছে যে, দাউদ (আ) যখন নামায শেষ করতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন। তখন হযরত সুহাইব (রা) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামায শেষ করার সময় এই দু'আ বলতেন।"[৬৪]

আবু মূসা (রা) ও আনাস (রা) থেকেও এই হাদীসটি অন্য যয়ীফ সনদে এই দু'আটি বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের নামায শেষ করতেন তখন জোরে শব্দ করে তাঁর সাহাবীগণকে শুনিয়ে এই দু'আটি তিন বার পাঠ করতেন।[৬৫]

মাসনূন মুনাজাত-১৮ (নামাযের পরে)

اَللّٰهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার সাহায্যেই চেষ্টা করি, আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যে বীরত্ব প্রদর্শন করি ও বিজয়ী হই।"

হযরত সুহাইব (রা) বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায আদায় করতেন তখন তিনি ঠোঁট নাড়তেন বা বিড়বিড় করে কিছু বলতেন যা আমরা বুঝতাম না। তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলে তিনি এই বলেন যে, তিনি এই দু'আটি পাঠ করেন।

অন্য বর্ণনায় "তিনি হুনাইনের যুদ্ধের সময় ফজরের নামাযের পরে কিছু বলে তাঁর ঠোঁট নাড়াচ্ছিলেন।" সাহাবীগণ তাঁকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন তিনি এই দু'আটি পাঠ করছেন।[৬৬]

মাসনূন মুনাজাত-১৯ (নামাযের পরে: ১০০ বার)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ [الْغَفُوْرُ]

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল করুণাময় (অন্য বর্ণনায় : তাওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল)।"

একজন আনসারী সাহাবী বলেন : "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নামাযের পরে এই দু'আ বলতে শুনেছি ১০০ বার।[৬৭]

মাসনূন মুনাজাত-২০ (নামাযের পরে)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَخَطَايَايَ كُلَّهَا، اَللّٰهُمَّ أَنْعِشْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ، وَاهْدِنِيْ لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاَقِ، إِنَّهُ لاَ يَهْدِيْ لِصَالِحِهَا وَلاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ

"হে আল্লাহ, আপনি আমার সকল ভুল ও গোনাহ ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করুন, আমাকে পূর্ণ করুন এবং আমাকে উত্তম কর্ম ও আচরণের তাওফীক প্রদান করুন ; কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ উত্তম কর্ম ও আচরণের পথে নিতে পারে না বা খারাপ কর্ম ও আচরণ থেকে রক্ষা করতে পারে না।"

হযরত আবু উমামা (রা) ও হযরত আবু আইউব (রা) বলেন : "ফরয ও নফল যে কোনো নামাযে তোমাদের নবীর (ﷺ) কাছে যখনই গিয়েছি, তখনই শুনেছি তিনি নামায শেষে ঘুরার বা উঠার সময় এই দু'আটি বলেছেন।" হাইসামী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৬৮]

মাসনূন মুনাজাত-২১ (নামাযের পরে)

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

"হে আল্লাহ, আপনি আমার ধর্মজীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে দিন, আমার বাড়িঘর প্রশস্ত করে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান করুন।"

হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ওযুর পানি এনে দিলাম। তখন তিনি ওযু করেন, নামায আদায় করেন এবং তিনি এই দু'আ পাঠ করেন। হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৯]

মাসনূন মুনাজাত-২২ (নামাযের পরে)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، أَعِذْنِيْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, আমাকে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযের শেষে সর্বদা এ মুনাজাতটি বলতেন।[৭০]

মাসনূন মুনাজাত-২৩ (নামাযের পরে)

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، مَا عَلِمْتَ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ

"হে আল্লাহ, আমার জানা ও অজানা সকল প্রকার কল্যাণ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। এবং আমার জানা ও অজানা সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন, "আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছেন। এরপর যখন সালাম ফেরালেন, সালামের পরে এই দু'আ বললেন।"[৭১]

মাসনূন মুনাজাত-২৪ (নামাযের পরে)

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالذُّلِّ وَالصَّغَارِ وَالْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি – দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা থেকে, বেদনা ও হতাশা থেকে, অক্ষমতা থেকে, অলসতা থেকে, অপমান থেকে, নীচতা থেকে, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা থেকে।"

ইবনু মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামায শেষে আমাদের দিকে তাঁর আলোকিত চেহারা মুবারক ফিরিয়ে ঘুরে বসে এই দু'আ বলতেন। তিনি এত বেশি বার তা বলেছেন যে, আমরা তা শিখে নিয়েছি, যদিও তিনি আমাদেরকে তা শেখাননি।"

হাদীসটি তাবারানী তার "কিতাবুদ দু'আ"-য় সংকলন করেছেন। অন্য কোনো গন্থে এই হাদীসটি আমরা দেখিনি। ইবনু হিব্বানের আলোচনা অনুযায়ী হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।[৭২]

মাসনূন মুনাজাত-২৫ (নামাযের পরে)

যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পরে বলতেন,

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ اللَّهُمَّ نُورَ (رَبَّ) السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ

"হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনিই প্রভু। আপনি একক। আপনার কোনো শরীক নেই। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ আপনার বান্দা এবং রাসূল। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, সকল বান্দা পরস্পর ভাই ভাই। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিক্ষণে ও সকল মুহূর্তে আপনার জন্য মুখলিস ও আন্তরিক বানিয়ে দিন। হে মহাপরাক্রম ও সম্মানের অধিকারী, আপনি শুনুন এবং কবুল করুন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, আসমান ও জমিনের আলো (অন্য বর্ণনায় : আসমান ও জমিনের প্রভু) আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ।"[৭৩]

মাসনূন মুনাজাত-২৬ (নামাযের পরে)

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الرَّحْمنُ الرَّحِيْمُ، اَللّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّيْ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ

"আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়। হে আল্লাহ, আপনি আমার দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও বেদনা দূর করে দিন।"

দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করার পরে তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর মাথা মুছতেন, অন্য বর্ণনায় তিনি ডান হাত দিয়ে তাঁর কপাল মুছতেন এবং এই দু'আ পাঠ করতেন।[৭৪]

দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করার পরে তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর মাথা মুছতেন, অন্য বর্ণনায় তিনি ডান হাত দিয়ে তাঁর কপাল মুছতেন এবং এই দু'আ পাঠ করতেন।[৭৫]

মাসনূন মুনাজাত-২৭ (নামাযের পরে)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ أَلْقَاكَ

"হে আল্লাহ, আপনি আমার শেষ জীবনকে আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ, আমার শেষ কর্মগুলিকে জীবনের সর্বোত্তম কর্ম এবং যে দিন আমি আপনার সাক্ষাত করব সেই দিনটিকে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন করে দিন ।"

নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন বেদুঈনকে নামাযের মধ্যে এই দু'আ পাঠ করতে শুনে তাকে প্রশংসা করেন । অন্য একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিজে নামাযের পরে তা পাঠ করেছেন ।[৭৬]

মাসনূন মুনাজাত-২৮ (নামাযের পরে)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يُخْزِيْنِيْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ غِنًى يُطْغِيْنِيْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ صَاحِبٍ يُرْدِيْنِيْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَمْرٍ يُلْهِيْنِيْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فَقْرٍ يُنْسِيْنِيْ

"হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন কর্ম থেকে যা আমাকে অপমানিত করবে । হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ ধনাঢ্যতা থেকে যা আমাকে অহংকারী করে তুলবে । হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ সঙ্গী থেকে যে আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে । হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এরূপ সকল বিষয় থেকে যা আমাকে অপ্রয়োজনে ব্যস্ত করে তুলবে । হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এরূপ দারিদ্রতা থেকে যা আমাকে (আপনার কথা) ভুলিয়ে দেবে ।"

আনাস (রা) বলেন : "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করতেন তখন নামায শেষে তাঁদের দিকে ঘুরে বসে এই দু'আ বলতেন ।" অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখনই কোনো ফরয নামায পড়তেন, নামায শেষে আমাদের দিকে ঘুরে এই দু'আ পাঠ করতেন ।" হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল ।[৭৭]

মাসনূন মুনাজাত-২৯ (নামাযের পরে)

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সাহায্য করুন আপনার যিক্‌র করতে, আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করতে ।"

মুয়ায (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে প্রত্যেক নামাযের পর এই দু'আটি পাঠ করতে উপদেশ দেন । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও দু'আটি পাঠ করতেন ।[৭৮]

মাসনূন মুনাজাত-৩০ (ফজরের নামাযের পরে)

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعاً وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَرِزْقاً طَيِّباً

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাচ্ছি কল্যাণকর জ্ঞান, কবুলকৃত কর্ম ও পবিত্র রিযিক ।"

উম্মু সালামা (রা) বলেন: "নবীয়ে আকরাম (ﷺ) ফজরের নামাযের শেষে, যখন নামায আদায় হয়ে যেত তখন এই বাক্যগুলি বলতেন ।"[৭৯]

মাসনূন মুনাজাত-৩১ (ফজর ও মাগরিবের পরে ৭ বার)

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

"হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন ।"

হারিস ইবনু মুসলিম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের নামাযের পরেই কথা বলার আগে এই দু'আ ৭ বার বলবে । যদি তুমি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন । অনুরূপভাবে, মাগরীবের নামাযের পরে কথা বলার আগেই এই দু'আ ৭ বার বলবে । তুমি যদি ঐ রাত্রে মৃত্যু বরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন ।" অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন ।[৮০]

উপরের যিক্‌র ও মুনাজাতগুলি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত । সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত কয়েকটি দু'আ এখানে উল্লেখ করছি ।

মাসনূন মুনাজাত-৩২ (নামাযের পরে)

তাবেয়ী রাবী' বলেন, উমার (রা) নামায শেষে ঘুরে বলতেন:

اَللّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَأَسْتَهْدِيْكَ لِأَرْشَدِ أَمْرِيْ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ اَللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ فَاجْعَلْ رَغْبَتِيْ إِلَيْكَ وَاجْعَلْ غِنَائِيْ فِيْ صَدْرِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ وَتَقَبَّلْ مِنِّيْ إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّيْ

"হে আল্লাহ, আমি আমার গোনাহের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা (মাগফিরাত) প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করছি, আমি যেন সকল কাজে সর্বোত্তম কর্মটি বেছে নিতে পারি। আমি আপনার কাছে তাওবা করছি, আপনি আমার তাওবা কবুল করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি আমার চাওয়া পাওয়াকে আপনার-মুখী বানিয়ে দিন এবং আমার বক্ষের মধ্যে আমার ধনাঢ্যতা প্রদান করুন (আমার অন্তরকে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিন), আপনি আমাকে যে রিযিক প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন এবং আমার থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনিই আমার প্রভু।"[৮১]

মাসনূন মুনাজাত-৩৩ (নামাযের পরে)

হযরত আবু দারদা (রা) নামায শেষ করে বলতেন :

بِحَمْدِ رَبِّيْ انْصَرَفْتُ وَبِذُنُوْبِيْ اعْتَرَفْتُ أَعُوْذُ بِرَبِّيْ مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلِّبْ قَلْبِيْ عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى

"আমার প্রভুর প্রশংসায় আমি নামায শেষ করলাম। আমি আমার গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করছি। আর আমি যে কর্ম করেছি তার অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে আমি আমার প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে মন পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণকারী, আমার অন্তরকে পরিবর্তন করুন সেই বিষয়ের জন্য যা আপনি ভালবাসেন এবং যাতে আপনি খুশি হন।"[৮২]

মাসনূন মুনাজাত-৩৪ (সাধারণ ও নামাযের পরে)

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ الْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالْجَوَازَ مِنَ النَّارِ اَللّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً إِلاَّ قَضَيْتَهَا

"হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট চাচ্ছি আপনার রহমত লাভের নিশ্চিত কারণগুলি ও আপনার ক্ষমা লাভের নিশ্চিত বিষয়গুলি। আমি আপনার কাছে সকল নেক কাজের সম্পদ (নেক কাজ করার তাওফীক) ও সকল পাপ থেকে নিরাপত্তা চাচ্ছি। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই – জান্নাত লাভের সফলতা ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয়। হে আল্লাহ, আমাদের কোনো গোনাহ অবশিষ্ট না রেখে আপনি সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিন, কোনো দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা অবশিষ্ট না রেখে আপনি সকল দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করে দিন এবং কোনো হাজত অবশিষ্ট না রেখে আপনি সব হাজত-প্রয়োজন পূরণ করে দিন।"

সহীহ হাদীসে ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন যে, এই বাক্যগুলি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'আ করতেন। এই বর্ণনায় দু'আটির জন্য কোনো সময় বা স্থান উল্লেখ করা হয় নি। আর যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু মাসঊদ (রা) নিজে তা নামাযের শেষে বা সালামের পরে পড়তেন।[৮৩]

৬. ৫. নামাযের পরে যিক্‌র-মুনাজাতের মাসনূন পদ্ধতি

(১). উপরের মুনাজাতগুলির বিষয়ে স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলি সর্বদা একত্রে পাঠ করতেন না। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুনাজাত পাঠ করেছেন। কখনো কখনো তিনি সালামের পরেই উঠে চলে গিয়েছেন। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, সাধারণত ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পরে তিনি কিছু যিক্‌র ও দু'আ পাঠ করতেন। আমাদের উচিত সুযোগ ও সময় অনুসারে এগুলির মধ্য থেকে কিছু বা সব যিক্‌র ও দু'আ পালন করা।

(২). এসকল যিক্‌র ও মুনাজাত তিনি সাহাবীগণের দিকে ঘুরে বসার পরে পাঠ করতেন বলে কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে পেয়েছি। আবার কোনো কোনো হাদীসে নামাযের পরেই পাঠ করেছেন বলে বলা হয়েছে ; ঘুরে বসার পরে না আগে তা বলা হয়নি। বিষয়টি ইমামের সাথে সম্পৃক্ত। মুক্তাদীগণ সর্বাবস্থায় নামাযের পরে বসে বসে যিক্‌র ও দু'আগুলি পালন করবেন। ফজর ও আসরের নামাযের পরে ইমাম ঘুরে বসে যিক্‌র ও দু'আগুলি আদায় করবেন। যোহর, মাগরীব ও ইশা'র নামাযের পরে ইমাম কী করবেন তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ (রাহ.) ও অন্যান্য কতিপয় ইমামের মতানুসারে সকল নামাযের পরেই ইমাম "আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ... ওয়াল ইকরাম" বলা পর্যন্ত কিবলামুখী বসে থাকবেন। এরপরই ঘুরে বসে অন্যান্য যিক্‌র ও মুনাজাত আদায় করবেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) ও অন্যান্য কতিপয় ইমামগণের মতে যে নামাযের পরে সুন্নাত নামায আছে সে সকল নামাযের পরে ইমাম উঠে ঘরে চলে যাবেন বা মসজিদের অন্য কোনো স্থানে সুন্নাত আদায় করবেন। এরপর অন্যান্য যিক্‌র ও মুনাজাত আদায় করবেন। ইমাম আবু হানীফার (রহ.) মতানুসারে মুক্তাদীগণের জন্য যোহর, মাগরীব ও ইশা'র পরে দুইটি বিকল্প রয়েছে : তাঁরা বসে সকল যিক্‌র ও মুনাজাত পালনের পর সুন্নাত

পড়তে পারেন, অথবা সুন্নাত আদায়ের পরে যিক্‌র ও মুনাজাত পালন করতে পারেন।[৮৪]

কোনো কোনো হানাফী ফকীহ বলেছেন, যোহর, মাগরিব ও ইশার ফরয নামাযের পরেও ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই সুন্নাতের আগে মাসনূন যিক্‌র ও মুনাজাতগুলি আদায় করলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে সেক্ষেত্রে ইমামকে কিবলা থেকে ঘুরে বসে যিক্‌র ও মুনাজাতগুলি আদায় করতে হবে।[৮৫]

(৩). এসকল মুনাজাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাধারণ সুন্নাত হলো মনে মনে, খুবই নিচুস্বরে বা বিড়বিড় করে তা পাঠ করা। আমরা উপরের কোনো কোনো হাদীসে দেখেছি যে, তিনি ঠোঁট নেড়ে বা বিড়বিড় করে এমনভাবে মুনাজাতগুলি পাঠ করেছেন যে, নিকটের সাহাবীগণও বুঝতে পারেননি। তাঁরা প্রশ্ন করে দু'আর শব্দ জেনে নিয়েছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে, নিকটবর্তী সাহাবীগণ দু'আ বা যিক্‌রের শব্দটি শুনতে পেয়েছেন। কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, তিনি কোনো কোনো দু'আ সাহাবীগণ শুনতে পান এরূপভাবে বলতেন।

৬. ৬. নামাযের পরে জামাতবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত

৬. ৬. ১. অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক

উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে অনেক মাসনূন যিক্‌র, দু'আ ও মুনাজাত রয়েছে, যেগুলি পালনের জন্য সকল মুসলিমের চেষ্টা করা উচিত। সকল যিক্‌র ও দু'আই মুনাজাত বা আল্লাহর সাথে চুপিচুপি কথা বলা। সকল মুসলিমের উচিত এসকল যিক্‌র বা মুনাজাত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মনোযোগ, আন্তরিকতা ও আবেগের সাথে পালন করা। আরবী মুনাজাতগুলি মুখস্থ করা সম্ভব না হলে অন্তত সেগুলির মর্ম আমরা বাংলায় বলে মুনাজাত করব। আমাকে আমার জন্য চাইতে হবে। হৃদয় ও মন সমর্পণ করে আবেগ দিয়ে। এক্ষেত্রে মূল হলো মুনাজাত। আর মুনাজাতের প্রাণ হলো মনোযোগ ও আবেগ।

আমরা দেখলাম যে উপরের ২২/২৩টি মুনাজাতের একটিতেও উল্লেখ করা হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ নামাযের পরে মুনাজাত আদায়ের সময় হাত তুলেছেন বা উপস্থিত মুসল্লীদেরকে সাথে নিয়ে একত্রে মুনাজাত করেছেন। এভাবে প্রায় অর্ধ শত সাহাবী থেকে নামাযের পরের মুনাজাত বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মুনাজাতের বাক্যাবলি, ঠোঁট নাড়ানোর অবস্থা, বসার অবস্থা, জোরে না আস্তে সে সকল বিষয়ে সব কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু একটি হাদীসেও হাত উঠানোর কথা বলা হয় নি। কোথাও বলা হয় নি যে, সমবেত মুসল্লীগণকে নিয়ে 'জামাতবদ্ধ'ভাবে তিনি মুনাজাত করেছেন। বরং 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের এই অর্ধ শত হাদীস থেকে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে, সর্বদা তিনি একাকী মুনাজাত করেছেন। কখনোই তিনি সবাইকে নিয়ে 'জামাতবদ্ধ'ভাবে মুনাজাত করেন নি। এ থেকে আমরা অন্তত স্বীকার করতে বাধ্য যে, সুন্নাতের আলোকে এক্ষেত্রে হাত উঠানো বা না উঠানো এবং একাকী বা সমবেতভাবে মুনজাত করার কোনোরূপ গুরুত্ব নেই। কাজেই এগুলি নিয়ে বিতর্কে জড়ানো আমাদের উচিত নয়।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা অপ্রাসঙ্গিক বিতর্কে লিপ্ত হই। 'মুনাজাতের পক্ষে ও বিপক্ষে' দলাদলি ঘটছে। যাঁরা মুনাজাতের পক্ষে, অর্থাৎ 'পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে ইমামের সাথে জামাতবদ্ধভাবে মুনাজাত করার' পক্ষে তাঁদের উদ্দেশ্য 'মুনাজাতের' মত একটি ফযীলতের কর্মকে সংরক্ষণ করা। এই উদ্দেশ্য মহৎ। তবে কয়েকটি বিষয় এখানে লক্ষ্যণীয়:

(১) তাঁরা দাবি করছেন যে, এভাবে 'জামাতবদ্ধভাবে মুনাজাত' করা একটি মুস্তাহাব কাজ। কেউ না করলে কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু তার পরও কেউ না করলে তাঁরা তার নিন্দা করছেন বা ঝগড়া-বিবাদও করছেন।

(২) আমরা দেখেছি যে, হাত তুলে মুনাজাত করার ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নামাযের পরে 'জামাতবদ্ধ' হয়ে মুনাজাতের কোনো ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয় নি। কিন্তু তাঁরা বিবাদ করছেন মূলত 'জামাতবদ্ধ' মুনাজাতের বিষয়ে। কেউ যদি নামাযের পরে একাকী হাত তুলে মুনাজাত করেন, তবুও তাঁরা তার নিন্দা করছেন বা তার বিরুদ্ধে কথা বলছেন।

(৩) ইমামের দু'আর সাথে 'আমীন' বলাও তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, ইমাম যদি জামাতবদ্ধ মুনাজাত করেন এবং মনে মনে দু'আ পড়েন তাতেই তাঁরা পরিতৃপ্ত থাকেন, বরং মাসবূক মুসাল্লীদের কারণে তাঁরা এরূপ মনে মনে 'জামাতবদ্ধ' মুনাজাত করাকেই উত্তম বলে মনে করেন।

(৪) তাঁরা মুনাজাতের মাসনূন বাক্যের কোনোরূপ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁদের একটিই দাবি, ইমামের সাথে জামাতবদ্ধভাবে হাত উঠাতে হবে। এরপর ইমাম কি বললেন এবং মুক্তাদি কি বুঝলেন তা বিবেচ্য নয়।

(৫) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে মুনাজাতগুলি আদায়ের পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের হুবহু অনুকরণ করার বিষয়ে সচেষ্ট হচ্ছেন না। গতানুগতিক হাত তুলেই দায়িত্ব শেষ করে দিচ্ছেন।

(৬) সর্বোপরি এই 'মুস্তাহাব'-এর বিষয়ে যে গুরুত্ব তাঁরা দিচ্ছেন সেরূপ গুরুত্ব অন্য অনেক ফরয-সুন্নাত বিষয়ে দিচ্ছেন না।

অন্য মানুষেরা ঢালাওভাবে 'নামাযের পরে দলবদ্ধ মুনাজাত' বিদআত বলে ঘোষণা করছেন। শুধু তাই নয় এর বিরুদ্ধে তাঁরা কঠিন কথাবার্তা বলছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যও মহৎ। তাঁরা মনে করেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে এভাবে জামাতবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত করেন নি, সেহেতু কর্মটি বিদ'আত বা বর্জনীয়। এখানেও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

(১) 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা করেন নি তাই বিদ'আত'-এই ধারণাটি সঠিক নয়। তিনি যা করেন নি তা করা 'খেলাফে সুন্নাত'। খেলাফে সুন্নাত কর্মটি কখনোই দ্বীনের অংশ বা সাওয়াবের মূল উৎস হতে পারে না। তবে তা অন্যান্য দলীলের আলোকে জায়েয হতে পারে বা কারো জন্য প্রয়োজন হতে পারে। যেমন কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামাযে সূরা তাওবা, আনফাল, ফীল, কাওসার ... ইত্যাদি পাঠ করেছেন। কিন্তু এই দুই রাকআতে এসকল সূরা পাঠ করাকে আমরা নাজায়েয বা বিদ'আত বলতে পারি না। এখানে দুইটি বিষয় দেখতে হবে। প্রথমত, এই কর্মটি অন্য কোনো দলীলের আলোকে জায়েয কি না এবং দ্বিতীয়ত, যিনি এই কর্মটি করছেন তিনি কেন এবং কিভাবে করছেন।

(২) তিনি যদি সর্বদা খেলাফে সুন্নাত সূরা পাঠ করেন তবে তা 'বিদ'আত' হতে পারে। তবে দেখতে হবে তিনি কেন এরূপ করছেন? তিনি হয়ত এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত জানেন না। অথবা তিনি সূরা ফীল ও কাওসার ছাড়া অন্য সূরা জানেন না। এক্ষেত্রে তার কর্ম আপত্তিকর নয়।

(৩) তিনি যদি এ বিষয়ে সুন্নাত জেনেও সর্বদা সুন্নাতের বাইরে কিরা'আত পাঠ করেন এবং সুন্নাতমত কিরাআত পাঠের চেয়ে খেলাফে সুন্নাত কিরআত পাঠকেই উত্তম মনে করেন তবে তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে।

(৪) দু'আ-মুনাজাত একটি গুরুত্বপুর্ণ ইবাদত। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে দু'আর ফযীলত রয়েছে। এছাড়া দু'আর সময় হাত উঠানোর ফযীলতও প্রমাণিত। তবে দলবদ্ধ দু'আর ফযীলত প্রমাণিত নয়। কাজেই যিনি এ সময়ে 'দলবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত' করছেন তিনি মূলত একটি জায়েয কাজ করছেন। ঢালাওভাবে একে বিদ'আত বলা ঠিক নয়। তিনি কেন করছেন, কিভাবে করছেন ইত্যাদির উপর এর বিধান নির্ভর করবে।

(৫) যদি এই ব্যক্তি এইরূপ জামাতবদ্ধ মুনাজাতকে সুন্নাত পদ্ধতিতে একাকী মুনাজাতের চেয়ে উত্তম মনে করেন বা জরুরী মনে করেন তবুও তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করা বা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলা ঠিক নয়। এইরূপ বিদ'আতকে 'বিদ'আহ ইযাফিয়্যাহ' বা আংশিক বিদ'আত বলা হয়। মূল কর্মটি সুন্নাত। শুধুমাত্র পদ্ধতিটি বিদ'আত। এ বিষয়ে আমি এহইয়াউস সুনান পুস্তকে বিস্তারিত লিখেছি। এক্ষেত্রে আদব ও মহব্বতের সাথে সুন্নাত পদ্ধতিটি বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

(৭) আরো বড় অন্যায় হলো, দলবদ্ধ মুনাজাত 'বিদ'আত' বলে মাসনূন মুনাজাতও ছেড়ে দেওয়া।

(৮) অনেক সময় তাঁরা 'দলবদ্ধ' মুনাজাতের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলেন, অনেক বড় অন্যায় সম্পর্কে ততটা সোচ্চার হন না।

এক্ষেত্রে আমাদের উচিত হলো, নিজে সর্বদা সুন্নাতের মধ্যে আমল করার চেষ্টা করা এবং অন্যদেরকে সুন্নাতের মধ্যে চলার দাওয়াত দেওয়া। খুটিনাটি বিষয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা। আমি এখানে সুন্নাতের আলোকে নামাযের পরের মুনাজাতের পদ্ধতি আলোচনা করব।

৬. ৬. ২. মুনাজাত বনাম জামাতবদ্ধ মুনাজাত

এক্ষেত্রে তিনটি কর্ম আলোচ্য: (১) নামাযের পরে মুনাজাত করা, (২) মুনাজাত করার সময় হাত উঠানো এবং (৩) উপস্থিত সকলেই সমবেতভাবে জামাতে যিক্র ও মুনাজাত করা।

(১) প্রথম কর্মটির গুরুত্ব আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি। এক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই উচিত নামাযের শেষে কিছু সময় যিক্র ও মুনাজাতে কাটানো।

(২) তৃতীয় বিষয়টির কোনো প্রকারের ফযীলত আছে বলে আমি জানতে পারি নি। কিছু ভিত্তিহীন কথাকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ করা হয়। যেমন বলা হয় যে, কোথাও কিছু মানুষ একত্রিত হলে তার মধ্যে একজন ওলী-আল্লাহ থাকেন, কাজেই সবাই একত্রে মুনাজাত করলে হয় তার কারণে আল্লাহ তা কবুল করবেন। অথবা বলা হয় যে, অনেকে একত্রে দু'আ করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি যে, একা মুনাজাত করার চেয়ে জামাতে মুনাজাত করলে বেশি সাওয়াব হবে বা তাড়াতাড়ি কবুল হবে। কেবলমাত্র কারো দু'আর সাথে 'আমীন' বলার ফযীলত একটি হাদীসে আমরা দেখেছি। এজন্য ইমামের মুনাজাত শ্রবণ করা ও বুঝা জরুরী। আর ফরয নামাযের পরের সমবেত মুনাজাতে 'মাসবূক' মুসাল্লীদের কথা বিবেচনা করে সাধারণত ইমাম সাহেব মনে মনে দু'আ করেন। আর যারা 'সমবেত' মুনাজাতের পক্ষে তাঁরাও মূলত সমবেত মুনাজাতকেই গুরুত্ব দেন, মুনাজাত শ্রবণ করা, বুঝা ও 'আমীন' বলার বিষয়টি তাঁদের নিকট গৌণ। এজন্য যদি কোনো ইমাম হাত না তুলে সশব্দে মুনাজাত করেন এবং মুক্তাদীগণ 'আমীন' বলেন তবে তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু যদি ইমাম সকলের সাথে হাত তুলে মনে মনে মুনাজাত করেন এবং আমীন বলার কোনো সুযোগ না দেন তবে তাতে তাঁরা আপত্তি করবেন না।

(৩) উপরের হাদীসগুলি থেকে পাঠক বুঝেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ সকল যিক্র ও মুনাজাত একাকী পালন করতেন। জামাতে উপস্থিত সাহাবীগণের সাথে একত্রে তা আদায় করতেন না। কখনোই সাহাবীগণ নামাযের পরের মুনাজাতে তাঁর সাথে শরীক হয়েছেন বলে বর্ণিত হয় নি। প্রায় অর্ধ শত সাহাবী থেকে বর্ণিত 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীসগুলির একটি হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, একদিন একটি বারও তিনি মুক্তাদিগণের সাথে একত্রে মুনাজাত করেছেন।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নামায পরবর্তী মুনাজাতগুলিতে আরো লক্ষ্যণীয় যে, এ সকল মুনাজাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আমার', আমাকে' ইত্যাদি বলে, অর্থাৎ 'উত্তম পুরুষের একবচন' (واحد متكلم) ব্যবহার করে শুধুমাত্র নিজের জন্য প্রার্থনা করেছেন। কাউকে সঙ্গে নিয়ে একত্রে দু'আ করলে 'আমাদের', 'আমাদেরকে' ইত্যাদি বহুবচন ব্যবহার করা সকল ভাষার ন্যূনতম দাবি। একাকী মুনাজাত করার সময় 'এক বচন' বা 'বহু বচন' উভয়ই ব্যবহার করা চলে। যে কেউ একাকী মুনাজাতের সময় বলতে পারেন 'আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন।' তবে সমবেত মুনাজাতের সময় 'এক বচন' ব্যবহার অসম্ভব। কারো সাথে একত্রে দু'আ করার সময় যদি কেউ 'আমি', 'আমার', 'আমাকে' ইত্যাদি একবচন ব্যবাহার করেন তবে তা অশোভনীয় এবং একজন শিশু আরবও তার কথায় 'আমীন' বলবে না। কারণ তার অর্থ হবে, ইমাম বলছেন 'আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন' এবং মুক্তাদি বলছেন, হাঁ, হে আল্লাহ, আপনি ইমাম সাহেবকে ক্ষমা করুন'।

এছাড়া মুক্তাদিদের নিয়ে দু'আ করলে শুধু নিজের জন্য দু'আ করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لا يَؤُمُّ (لا يَحِلُّ) رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

"কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে কিছু মানুষের ইমামতি করবে, অথচ তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য দু'আ করবে। যদি সে তা করে তবে সে তাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করল বা খিয়ানত করল।"[৮৬]

আবূ উমামার (রা) সূত্রে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

"তোমাদের কেউ যদি ইমাম হয় তবে সে যেন কখনো তাদেরকে (মুক্তাদিগণকে) বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য খাস করে দু'আ না করে। যদি সে তা করে তবে সে তাদের খিয়ানত করল।"[৮৭]

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যদি ইমাম তার ইমামতির মধ্যে দু'আ করেন বা দু'আতেও ইমামতি করেন, তবে শুধুমাত্র তার একার জন্য দু'আ করবেন না, বরং সকলের জন্য দু'আ করবেন। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, নামাযের মধ্যে মুক্তাদীদের নিয়ে আদায় কৃত 'কুনুতের দু'আয়, খুতবার মধ্যে দু'আয়, 'মাজলিসের দু'আয়' ও অন্যান্য সমবেত দু'আয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আমরা', 'আমাদের', 'আমাদেরকে' ইত্যাদি 'বহুবচন' ব্যবহার করেছেন। পক্ষান্তরে নামাযের পরের দু'আগুলিতে তিনি 'আমি', 'আমাকে' ইত্যাদি একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, এ সকল মুনাজাত তিনি একান্তভাবে একাকীই করেছেন।

৬. ৬. ৩. মুনাজাত বনাম হাত তুলে মুনাজাত

(১) দ্বিতীয় বিষয়টি, অর্থাৎ হাত তুলে মুনাজাতের সাধারণ ফযীলত আমরা দেখেছি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অন্যান্য সময়ের ন্যায় নামাযের পরেও মুনাজাতের সময় হাত উঠানো উত্তম। তবে আমরা দেখেছি, যে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বদা ফযীলত বাদ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে ফযীলত বাদ দেওয়াই সুন্নাত। যেমন, কিবলামুখী হয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। কিন্তু নামাযের পরে ইমামের জন্য এই 'মুস্তাহাব' পরিত্যাগ করাই সুন্নাত।

(২) উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি যে, এ সকল মুনাজাত পালনের সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু হাত তুলে মুনাজাত করেন নি। এতগুলি হাদীসে আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘুরে বসা, ঠোঁট নাড়া, কথা বলা ইত্যাদি সব কিছুর বর্ণনা দিচ্ছেন, কিন্তু কখনোই বলছেন না যে, তিনি দুই হাত তুলে এই কথাগুলি বলছিলেন। অথচ আরাফাতের মাঠে, সাফা পাহাড়ে, মারওয়া পাহাড়ে, মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপের পরে, বৃষ্টির দু'আয়... ইত্যাদি যে সকল স্থানে রাসূলুল্লাহ হাত তুলেছেন সেখানে সাহাবীগণ স্পষ্টত বলেছেন যে, তিনি দু হাত উঠালেন এবং দু'আ করলেন। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, এ সকল মুনাজাত তিনি মুখে উচ্চারণ করে পাঠ করেছেন, কিন্তু সে সময়ে হাত উঠান নি। শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরের মুনাজাতের ক্ষেত্রেই নয়, অধিকাংশ নিয়মিত দু'আ- মুনাজাতের ক্ষেত্রেই তিনি হাত উঠাতেন না।

তাঁর পরের যুগগুলিতে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও কেউ কখনো ফরয নামাযের পরে সমবেতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করেননি। তাঁরা সুযোগ পেলে এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে যিক্‌র ও মুনাজাত করতেন।

উপরের বিষয়গুলি সবই সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। এ সকল তথ্যের বিষয়ে কোনো মতভেদ আছে বলে জানি না। নামাযের পরে সামষ্টিক মুনাজাতের পক্ষের কোনো আলেমও কোথাও উল্লেখ করেন নি বা দাবী করেন নি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণ কখনো ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে উপস্থিত মুসাল্লীদের নিয়ে সমবেতভাবে দু'আ করেছেন বলে কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে নামাযের পরে দু'আয় একাকী হাত উঠানোর বিষয়ে কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে। গত শতাব্দীর কোন কোন আলেম উল্লেখ করেছেন যে, একদিন ফজরের নামাযের পরে ঘুরে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে দু'আ করেছিলেন। তাঁরা বলেন, ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালামের পরে ঘুরে বসলেন এবং দুই হাত উঠালেন ও দু'আ করলেন।"

এই হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তবে এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ: আসওয়াদ বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালাম ফেরানোর পরে ঘুরে বসলেন।" কোন গ্রন্থেই "এবং দুই হাত উঠালেন ও দু'আ করলেন" এই অতিরিক্ত কথাটুকু নেই।[৮৮] এজন্য আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান বলেছেন, হাদীসটি নাযীর হুসাইন মুঙ্গীরী এভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি কোনো গ্রন্থে তা খুঁজে পান নি এবং এর সনদ জানতে পারেন নি।[৮৯]

অন্য হাদীসে ফাদল ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ وَتَذَرَّعُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا، (فَهِيَ خِدَاجٌ)

সালাত দুই রাক'আত, দুই রাক'আত করে, প্রত্যেক দুই রাক'আতে তাশাহ্হুদ পাঠ করবে, বিনীত হবে, কাতর হবে, অসহায়ত্ব প্রকাশ করবে, বেশি করে সাহায্যা প্রার্থনা করবে এবং তোমার দুই হাত প্রভুর দিকে উঠিয়ে দুই হাতের পেট তোমার মুখের দিকে করবে এবং বলবে: হে প্রভু, হে প্রভু। যে এরূপ না করলো তার সালাত অসম্পূর্ণ।[৯০]

এই হাদীসে নামাযের পরে হাত তুলে দোওয়া করার কথা বলা হয়েছে। তবে স্পষ্টতই হাদীসটি নফল নামাযের বিষয়ে, যা দুই রাক'আত করে পড়তে হয়। সর্বোপরি হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম বুখারী, উকাইলী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটির দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন।[৯১]

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে সালাত শেষ করার পূর্বে তার দুই হাত উত্থিত করে রেখেছে। ঐ ব্যক্তি সালাত শেষ করলে তিনি বলেন:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দুই হাত উঠাতেন না।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৯২]

'সালাত শেষের আগে হাত উঠাতেন না' থেকে মনে হয় 'সালাত শেষের পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত তুলতেন। এখানে ফরয বা নফল সালাতের কথা উল্লেখ করা নেই। তবে যে ব্যক্তিকে ইবনু যুবাইর কথাটি বলেছিলেন সে ব্যক্তি বাহ্যত নফল সালাত আদায় করছিল এবং এজন্যই একাকী সালাতের মধ্যে দুই হাত তুলে দোওয়া করছিল। তার পরেও এই হাদীসের ভিত্তিতে আমরা দাবি করতে পারি যে, তিনি নফল ও ফরয উভয় সালাতের পরেই হাত তুলে দু'আ করতেন। তবে অন্যান্য অগণিত সহীহ হাদীস, যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ফরয সালাতের পরের দু'আ, যিক্র, বক্তৃতা ও অন্যান্য কর্মের বিবরণ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকে জানা যায় যে, তিনি ৫ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরের দু'আ-মুনাজাত করার সময় হাত তুলতেন না। সে সকল হাদীস ও এ হাদীসটির সমন্বয়ে আমরা ধারণা করতে পারি যে, তিনি সম্ভবত মাঝে মাঝে সালাত শেষে দু'আ-মুনাজাতের জন্য হাত তুলতেন বা নফল সালাতে দু'আ করলে সালাত শেষে হাত তুলে দু'আ করতেন।

এ সবই একা একা হাত তুলে দু'আ করার বিষয়ে। ফরয নামাযের পরে মুক্তাদীদেরকে নিয়ে সমবেতভাবে হাত তুলে বা হাত না তুলে দু'আ তিনি কখনো করেননি। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

নামাযের পরে দু'আর জন্য হাত উঠানো নাজায়েয নয়। দু'আর সময় হাত উঠানোর ফযীলত সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে যিনি এই ফযীলত বর্ণনা করেছেন, তিনিই এই সময়ে হাত উঠানো বর্জন করেছেন। এজন্য এ সময়ে সর্বদা হাত তুলে দু'আ করলে তাঁর রীতির বিপরীত রীতি হয়ে যাবে। অথবা এ সময়ে হাত না তুলে দু'আ করার চেয়ে হাত তুলে দু'আ করাকে উত্তম বা বেশি সাওয়াব মনে করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রীতিকে হেয় করা হবে। এজন্য আবেগ ও অবস্থার উপর নির্ভর করে কখনো হাত তোলা এবং কখনো হাত না তুলে মুখে মুনাজাতগুলি পাঠ করা উত্তম বলে মনে হয়।

এখানে মূল হলো মনের আবেগসহ মাসনূন মুনাজাতগুলি পালন করা। নামাযের পরে মুনাজাতের ক্ষেত্রে একাকী মুনাজাতই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রীতি। এছাড়া মনোযোগ আনয়ন ও মাসনূন বাক্য পালনের জন্যও একাকী মুনাজাত উত্তম। জামাতে ইমামের সাথেও মুনাজাত করা যেতে পারে। তবে সদাসর্বদা এইরূপ জামাতবদ্ধ মুনাজাত করা, একে জরুরী মনে করা বা তা পরিত্যাগকারীকে খারাপ মনে করা খুবই অন্যায়। এতে নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিক থেকে আমরা সুন্নাতের বিরোধিতায় নিপতিত হব :

(ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনে কখানো যা করেন নি আজীবন সর্বদা করা

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছে হিজরতের আগেই। আমরা হিজরতের পরের ১০ বৎসরের কথা চিন্তা করি। দশ বছরের মাদানী জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় ১৮,০০০ ওয়াক্ত ফরয নামায জামাতে আদায় করেছেন। তন্মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাযেও তিনি উপস্থিত মুসাল্লীদের নিয়ে সমবেতভাবে মুনাজাত করেন নি। পক্ষান্তরে আমাদের যে কোনো মুসলমানের নামাযের কথা চিন্তা করি। আমাদের জীবনের দশ বৎসরের ১৮,০০০ ওয়াক্ত নামাযের সকল নামাযেই আমরা সমবেতভাবে দু'আ করি।

(খ) এই খেলাফে সুন্নাত কর্মটিকে জরুরি ও নামাযের অংশ মনে করা

নামাযের পরে জামাতবদ্ধ মুনাজাত গত কয়েকশত বৎসর যাবৎ চালু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের যুগে এইরূপ মুনাজাতের প্রচলন ছিল না বিধায় কোনো কোনো আলিম একে বিদ'আত বলেছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক হাদীসের আলোকে অনেক আলিম একে সমর্থন করেছেন। তাঁরা এই "জামাতবদ্ধ মুনাজাত"-কে "মুস্তাহাব" বলেছেন। চার ইমাম ও পূর্ববর্তী সকল ফকীহ বলেছেন যে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ হয়ে যায়। হাদীস শরীফেও বলা হয়েছে যে তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু এবং সালামেই সালাত শেষ। এগুলির সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাঁরা বলেছেন যে, এই মুনাজাত নামাযের কোনো অংশ নয়। নামাযের পরে অতিরিক্ত একটি মুস্তাহাব কাজ। নামায সালামের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়, তবে কেউ যদি এর পরে অন্য কোনো মুস্তাহাব কাজ করে তাহলে দোষ নেই।

তবে কার্যত এই মুনাজাত আমরা জরুরী ও নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করি। এত জরুরি মনে করি যে, নামাযের পরে অন্তত দু'হাত তুলে ক্ষুদ্রতম বাক্য বলে মুখে হাত না লাগান পর্যন্ত আমাদের নামায সমাপ্ত হয়েছে বলে চিন্তা করতে পারি না। মুক্তাদীগণকে যদি ইমাম সাহেব কোনো কুরআন, হাদীস বা নসীহত শোনাতে চান তাহলে মুনাজাতের আগে শোনাতে হবে। মুনাজাত না-হওয়া পর্যন্ত সবাই বসে থাকবেন। নামাযের অন্য অনেক সুন্নাত-মুস্তাহাব বাদ দিলেও এই 'মুস্তাহাব' বাদ দেয়ার চিন্তা কেউ করবেন না। আর মুনাজাতের পরে কেউই বসতে চাইবেন না। মুনাজাতের পরের কুরআন, হাদীস বা নসীহত যত বড় মুস্তাহাবই হোক, সে বিষয়ে অধিকাংশেরই আগ্রহ থাকে না। অর্থাৎ, মুনাজাতকে আমরা নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করি, যা ত্যাগ করা যায় না। আর পরের কুরআন, হাদীস ও নসীহত মুস্তাহাব বা খুবই উপকারী হলেও নামাযের অংশ নয় বলে জানি, তাই তাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করি না।

(গ) আমাদের রীতিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বলে মনে করা

আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, আমাদের নামাযের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাযের অমিল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামায সালামের সাথে সাথে শেষ হয়ে যেত, আর আমাদের নামায সালমের পরে মুনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযের পরে একাকী যিক্র ও মুনাজাত আদায় করতেন, কিন্তু আমরা সর্বদা 'জামাতবদ্ধ'ভাবে তা আদায় করি।

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অধিকাংশ সময়ে একাকী তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন। এজন্য একাকী তাহাজ্জুদ আদায় উত্তম। তবে বিশেষ কারণে জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় জায়েয হতে পারে। তবে ফযীলতের দলীল দিয়ে একাকী তাহাজ্জুদের চেয়ে 'জামাতে তাহাজ্জুদ'-কে

আমরা উত্তম বলতে পারি না। কিন্তু মুনাজাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো একাকী মুনজাতের চেয়ে জামাতে মুনাজাত উত্তম মনে করা। এখন যদি কেউ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অবিকল অনুকরণ করে একাকী মুনাজাত করেন তবে আমরা তাকে অনুত্তম বলি। আর যদি আমাদের রীতি অনুসারে সমবেতভাবে মুনাজাত করেন তবে আমরা তার কাজকে উত্তম বলি।

আমরা জানি যে, নামাযের পরে মুনাজাত করা ও মুনাজাতে হাত উঠানোর ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। একাকী মুনাজাত করলে এই দুইটি ফযীলতই পলিত হয়। সমবেতভাবে মুনাজাত করার কোনো ফযীলত হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। এক্ষেত্রে আমাদের আশা হলো, একজন মুনাজাত করবেন এবং সমবেত সকলেই 'আমিন' বলবেন, এতে হয়ত আল্লাহ সকলের আবেদনে মুনাজাতটি কবুল করবেন। এ জন্য অবশ্যই ইমামকে জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে মুনাজাত করতে হবে। এতে 'মাসবূক' মুসাল্লীদের নামায আদায় বিঘ্নিত হবে। আর ইমাম যদি মনে মনে মুনাজাত করেন তবে তো কিছুই হলো না। ইমাম একাকী মুনাজাত করলেন। মুক্তাদিগণ কিছুই না করে হাত তুললেন ও নামালেন। পক্ষান্তরে একাকী মুনাজাত করলে নিজের মনের আবেগ ও প্রয়োজন অনুসারে মুনাজাত করা যায়। এতে মুনাজাতের ফযীলত ও মূল উদ্দেশ্য পুরোপুরি সাধিত হয়, কিন্তু কারো নামাযের ক্ষতি হয় না। এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতই উত্তম। কিন্তু আমরা বিষয়টিকে উল্টে ফেলেছি।

৭. আরো কিছু মুনাজাত

দু'আ-মুনাজাত ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনের অন্যতম দিক। সাধারণভাবে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন বাক্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন। তিনি সাহাবীগণকে এ সকল মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি দু'আ উল্লেখ করছি। পাঠক চেষ্টা করবেন এগুলি মুখস্থ করে সাজদায়, কুনুতে, সালামের আগে, নামাযের পরে ও অন্যান্য সময়ে হাত তুলে বা না তুলে এ সকল মুনাজাত দিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন।

মাসনূন মুনাজাত-৩৫ (সাধারণ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا

"হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, অক্ষমতা থেকে, আলসেমি থেকে, কাপুরুষতা থেকে, কৃপণতা থেকে, অতি-বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ, আমার নফসকে আপনি তার তাকওয়া প্রদান করুন। এবং আপনি তাকে পবিত্র করুন (তাযকিয়ায়ে নফ্স দান করুন), নফসকে পবিত্রতা-তাযকিয়া প্রদানে আপনিই সর্বোত্তম, আপনিই আমার নফসের অভিভাবক ও বন্ধু। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এমন জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান উপকারে লাগে না, এমন হৃদয় (কলব) থেকে যে হৃদয় ভীত হয় না, এমন নফস থেকে যে নফস পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ থেকে যে দু'আ কবুল হয় না।"

যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই বাক্যগুলি বলতেন।[৯৩]

মাসনূন মুনাজাত-৩৬ (সাধারণ)

للَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার সব কিছু যা আপনি আমার চেয়েও ভাল জানেন। হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার সুচিন্তিত কর্ম, আমার নিরর্থক কর্ম, আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল ও আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ। আর এ সবই আমার নিকট রয়েছে। হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন যা আমি পূর্বে করেছি, যা আমি পরে করেছি, যা আমি গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়েও ভাল জানেন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন এবং আপনিই পশ্চাদবর্তী করেন এবং আপনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই বাক্যগুলি দিয়ে দু'আ করতেন।[৯৪]

মাসনূন মুনাজাত-৩৭ (সাধারণ)

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি কষ্টদায়ক বিপদাপদ থেকে, গভীর দুর্ভাগ্য থেকে, খারাপ তাকদীর থেকে এবং শত্রুদের উপহাস থেকে।"

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বিষয়গুলি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[৯৫]

মাসনূন মুনাজাত-৩৮ (সাধারণ)

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, আপনার দেওয়া নেয়ামতের বিলুপ্তি থেকে, আপনার দেওয়া শান্তি-সুস্থতার পরিবর্তন থেকে, আপনার হঠাৎ শাস্তি থেকে এবং আপনার সর্ব প্রকারের অসন্তুষ্টি থেকে।"

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, এই দু'আটি ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যবহৃত দু'আগুলির অন্যতম।[৯৬]

মাসনূন মুনাজাত-৩৯ (সাধারণ)

رَبِّ أَعِنِّي وَلا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهُدَى لِي (إِلَيَّ) وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي (صَدْرِي)

"হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে শক্তি-সহায়তা প্রদান করুন, আর আমার বিরুদ্ধে সহায়তা প্রদান করবেন না। এবং আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আর আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন না। এবং আপনি আমার জন্য কৌশল করুন, আর আমার বিরুদ্ধে কৌশল করবেন না। এবং আপনি আমাকে হেদায়াত করুন এবং আমার জন্য হেদায়াত সহজ করুন। আপনি আমাকে সাহায্য করুন যে আমার উপর অত্যাচার করেছে তার বিরুদ্ধে। হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে বানিয়ে দিন আপনার জন্য অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, আপনার অধিক যিক্‌রকারী, আপনার প্রতি অধিক ভীতি সম্পন্ন, আপনার অধিক আনুগত্যকারী, আপনার প্রতি বিনয়ী এবং আপনার দিকে বেশি বেশি তাওবা কারী। হে আমার প্রতিপালক, আপনি কবুল করুন আমার তাওবা, ধুয়ে দিন আমার পাপ, কবুল করুন আমার দু'আ, প্রতিষ্ঠিত করুন আমার প্রমাণ, পবিত্র-সুসংরক্ষিত করুন আমার জিহ্বা, সুপথে পরিচালিত করুন আমার অন্তর, বের করে দিন আমার অন্তরের সব হিংসা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা।"

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দু'আ করতেন। হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবুল হাসান তানাফিসী বলেন, আমি হাদীসের রাবী হযরত ওকী' ইবনুল জার্‌রাহ (১৯৬হি) জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি বিত্‌র-এর কুনুতে এই দু'য়াটি বলব? তিনি বললেন: হ্যাঁ।[৯৭]

মাসনূন মুনাজাত-৪০ (সাধারণ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই ভাল কাজগুলি করার তাওফীক, এবং অন্যায় কাজ বর্জনের তাওফীক, এবং দরিদ্রদের ভালবাসার তাওফীক। আর আমি চাই যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং আপনি আমাকে রহমত করবেন। এবং যখন আপনি কোনো জনগোষ্ঠিকে ফিত্‌নার মধ্যে ফেলার সিদ্ধান্ত নিবেন তখন আমাকে ফিতনামুক্ত অবস্থায় মৃত্যু দান করবেন। আমি আপনার নিকট চাই আপনার প্রেম, যিনি আপনাকে প্রেম করেন তার প্রেম এবং যে কর্ম আপনার প্রেমের নিকট নিয়ে যায় তার প্রেম।"

মু'আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে এই মুনাজাতটি শিখিয়ে দেন।[৯৮]

মাসনূন মুনাজাত-৪১ (সাধারণ)

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"হে চিরঞ্জীব, হে মহারক্ষক, আপনার রহমতই আমি আশা করি। কাজেই আপনি আমাকে চোখের পলকের জন্যও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না এবং আপনি আমার সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করুন। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

আবূ বাক্‌রাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এই দু'আটি হলো বিপদগ্রস্থের দু'আ। অন্য হাদীসে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফাতিমা (রা)-কে সকাল-সন্ধ্যায় অনুরূপ দু'আ পাঠ করতে শিক্ষা দেন।[৯৯]

মাসনূন মুনাজাত-৪২ (সাধারণ)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, দারিদ্র্য থেকে, স্বল্পতা থেকে, অপমান-লাঞ্ছনা থেকে এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি যে, আমি অত্যাচার করব বা অত্যাচারিত হব।"

আবূ হুরাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'আয় এই কথাগুলি বলতেন।[১০০]

মাসনূন মুনাজাত-৪৩ (সাধারণ)

اَللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالإِسْلاَمِ قَائِماً وَاحْفَظْنِيْ بِالإِسْلاَمِ قَاعِداً وَاحْفَظْنِيْ بِالإِسْلاَمِ رَاقِداً وَلاَ تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَلاَ حَاسِداً وَاللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ

"হে আল্লাহ আপনি আমাকে হেফাযত করুন ইসলামের ওসীলায় দাঁড়ানো অবস্থায়, এবং আপনি আমাকে হেফাযত করুন ইসলামের ওসীলায় বসা অবস্থায়, এবং আপনি আমাকে হেফাযত করুন ইসলামের ওসীলায় শোয়া অবস্থায়, এবং আপনি আমাকে দিয়ে (আমাকে বিপদগ্রস্থ করে) আনন্দ দিবেন না আমার কোনো শত্রুকে বা কোনো হিংসুককে। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট চাই সকল কল্যাণ থেকে যার ভাণ্ডার আপনার হাতে। এবং আমি আপনার আশ্রয় চাই সকল অকল্যাণ থেকে যার ভাণ্ডার আপনার হাতে।"

ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দু'আ করতেন। অন্য হাদীসে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে এই দু'আটি শিখিয়ে দেন।[১০১]

মাসনূন মুনাজাত-৪৪ (সাধারণ)

اللهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِيْ بِخَيْرٍ

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পরিতুষ্ঠ করে দিন তাতেই যা আপনি আমাকে রিয্ক হিসাবে প্রদান করেছেন এবং আপনি তাতে বরকত দান করুন। আর আমার যা কিছু আমার থেকে অদৃশ্য রয়েছে তার সবকিছুর (সংরক্ষেণর) জন্য আপনি আমার প্রতিনিধি হোন সর্বোত্তমরূপে।"

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বদা যে সকল দু'আ করতেন এবং কখনোই পরিত্যাগ করতেন না সেগুলির অন্যতম এই দু'আটি। অন্য বর্ণনায় তিনি কা'বাঘর তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই মুনাজাতটি পড়তেন।[১০২]

মাসনূন মুনাজাত-৪৫ (সাধারণ)

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لاَ يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِيْ أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ

"হে আল্লাহ আমি চাচ্ছি আপনার কাছে এমন ঈমান যা নষ্ট বা দ্বিধাগ্রস্থ হয় না, এমন নেয়ামত যা শেষ হয় না এবং (মৃত্যুর পরে) মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাহচর্য চিরস্থায়ী জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে।"

ইবনু মাসউদ (রা) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন তুমি এখন চাও, তোমার দোয়া কবুল করা হবে। তখন তিনি এই দু'আ করেন।[১০৩]

মাসনূন মুনাজাত-৪৬ (সাধারণ)

اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِيْشَةً نَقِيَّةً وَمِيْتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ

"হে আল্লাহ, আমি চাই আপনার কাছে একটি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন, সুন্দর-সহজ মৃত্যু এবং সকল লাঞ্ছনা ও অবমাননা মুক্ত প্রত্যাবর্তন (আখিরাত)।"

ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দু'আ করতেন।[১০৪]

মাসনূন মুনাজাত-৪৭ (সাধারণ)

اَللّهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيْ وَأَرِنِيْ فِيْهِ

"হে আল্লাহ, আপনি আমাকে উপভোগ করান আমার শ্রবণশক্তি এবং আমার দৃষ্টিশক্তি এবং এতদুভয়কে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন (মৃত্যু পর্যন্ত শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সুন্দর রাখুন)। এবং যে ব্যক্তি আমার উপর যুলুম করেছে আপনি আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করুন এবং আমার উপর যুলুমের শাস্তি ও প্রতিশোধ আপনি তার মধ্যে আমাকে দেখান।"

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দু'আ করতেন।[১০৫]

শেষ কথা

দু'আ-মুনাজাতের গুরত্ব ও নামায কেন্দ্রিক মাসনূন মুনাজাত ও আদব বিষয়ক এ আলোচনা এখানেই শেষ করছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতকে জীবিত ও প্রচলিত করার উদ্দেশ্যে এই নগন্য প্রচেষ্টার ভুলভ্রান্তিগুলি আল্লাহ ক্ষমা করে দিন এবং এই সামান্য কর্ম কবুল করে নিন এ দু'আর মধ্য দিয়ে পুস্তিকাটির ইতি টানছি।

وصلى الله على نبيا محمد وآله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين